মানুষের অধিকার

(সমাজতন্ত্রী নাটক)

বিশ্বনাথ রায়

বছর দুই আগে "নবযুগের গোড়াপত্তন" নামক পুস্তিকায় প্রবন্ধাকারে যে বিষয়বস্তু নিয়ে সামান্যভাবে আলোচনা ক'রেছিলাম "মানুষের অধিকার" নাটকে তারই বিশদ রূপ দেবার চেষ্টা করেছি।

১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধের পর ভারতে যে জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তখন ইহা মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং এরাই তাহা পরিচালিত করিত। কিন্তু ১৯৩৯-৪৫ সালের মহাযুদ্ধের পর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বৃহত্তর রূপ নিয়ে ভারতের অন্যান্য কিষাণ-মজদুর শ্রেণীর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে এবং এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই তাদের পরিচালনা করার দায়িত্ব নেয়। জাতির এই বৃহত্তর অংশের মধ্যে যাঁদেরই কাজ করার সুযোগ হয়েছে তাঁরাই স্বীকার করেন যে দেশের এই সমস্ত ভাই বোনদের বাদ দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম সফল হতে পারে না। এদের রাজনীতি-বিহীন সুস্থ, সবল চিন্তাধারা ও আন্তরিকতা তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি ও স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণের জন্য সমভাবেই প্রয়োজনীয়।

আর একটা কথা। কোন নূতন সাহিত্য প্রকাশিত হলে তার প্রচারের জন্য বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু এই সাহিত্য যদি ছায়াচিত্র বা রঙ্গমঞ্চের মারফৎ প্রচার করা হয় তাহলে অল্পদিনেই লক্ষাধিক লোকের মধ্যে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, জাতীয় জাগরণের পথেও ইহা সহায়তা করে। এই উদ্দেশ্যেই নাটক খানি লেখা, জানি না কোনদিন ইহা সফল হবে কিনা।

বিশ্বনাথ রায়

ভূমিকা

নরেন রায়—দেশপ্রেমিক শ্রমিক নেতা

সুরেন রায়—ধনী ব্যবসায়ী ও নরেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা

রাজেন বসু—সুরেনের বন্ধু ও সম-ব্যবসায়ী

মিঃ সেন—পুলিশ অফিসার

রাম সিং—সুরেনের দরোয়ান

রহিম—গ্রামের সর্দ্দার

ও অন্যান্য শ্রমিক, কৃষক ইত্যাদি

প্রতিমা দেবী—নরেন ও সুরেনের মাতা

চিত্রা দেবী—নরেনের স্ত্রী

মাধবী দেবী—সুরেনের স্ত্রী

মানুষের অধিকার

সমাজতন্ত্রী নাটক

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(১৯৪৩ সাল। বাংলাদেশের কোন বন্দীশালার সামনে কয়েক জন লোক সমবেত হইয়াছে। তারমধ্যে একজন প্রৌঢ়া মহিলা, এক বৎসর পূর্বে তাঁর স্বাস্থ্য বেশ ভালই ছিল, গত বৎসর তাঁর পুত্র নরেনের জেল হওয়ার পর হইতে ইহার স্বাস্থ্য ভাঙিতে সুরু হইয়াছে। সঙ্গে নরেনের স্ত্রী, এক বৎসর পূর্ব্বেও তাঁর দৈনিক বেশভুষার মধ্যে সর্ব্বদার জন্য একটা পারিপাট্য ছিল, মুখে সর্ব্বদা হাস্য বিরাজ করিত। আর আজ গায়ে স্বর্ণাভরণ কিছু নাই, শুধু দু'হাতে দু গাছি রুলি ও পরিধানে খদ্দরের পরিচ্ছদ। চোখে ও মুখে তেজস্বীতা, গৌরব ও আনন্দের সমন্বয়। আর সঙ্গে আছে প্যাণ্ট পরিহিত সাহেবী বেশে নরেনের ছোট ভাই সুরেন এবং আরও দু-একজন প্রতিবেশী ও বন্ধু বান্ধব ইত্যাদি আজ সকাল সাতটায় নরেনের কারাগার হইতে মুক্তি লাভের সময়। ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে তাহার কারাদণ্ড হইয়াছিল।

কয়েদখানার দরজা খুলিয়া গেল। রুগ্ন ও শীর্ণ অবস্থায় নরেন বাহির হইয়া আসিল। এই এক বৎসর হইতে না কামানর ফলে নরেনের মুখখানি এক বিকৃত আকার ধারণ করিয়াছে। কেবল চোখে প্রতিভা ও আত্মবিশ্বাসের লক্ষণ তখনও বেশ স্পষ্ট প্রতীয়মান।

নরেনকে বাহিরে আসিতে দেখিয়া তাহার মা তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, প্রতিবেশীরাও কেহ কেহ অশ্রু বিসর্জ্জন করিল। সুরেন আন্তরিক ভাবেই দাদাকে সঙ্গে লইয়া নিকটে দণ্ডায়মান মোটরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। নরেন একটু ইতস্ততঃ করিয়া কাহাকে যেন চোখের সাহায্যে অন্বেষণ করিতে লাগিল। পিছনেই দাঁড়াইয়া ছিল স্ত্রী চিত্রা। ছবির মত স্তব্ধ, শুধু দুইগালে দুইফোঁটা অশ্রুবিন্দু তখনও গড়াইয়া পড়িতেছে। নরেনের সহিত দৃষ্টির বিনিময় হওয়াতে লজ্জায় তাড়াতাড়ি সাড়ীর আচল দিয়া তাহা মুছিয়া ফেলিল। ইহা নরেনের দৃষ্টি এড়াইল না, শুধু হাসি ও সকলের অসাক্ষাতে আদরের সঙ্গে পিঠে হাত চাপড়াইয়া বলিল, "বেশ।"

(সঙ্গে ছিলেন পুলিশ ইন্‌সপেক্টর মিঃ সেন। তিনি নরেনের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন)

মিঃ সেন। মিঃ রায় যে আমার সঙ্গে একটা কথা বললেন না, পুলিশে চাকরি করি বলে আমরা কি এতই অমানুষ যে একটা কথাও আপনাদের মত লোকের কাছ থেকে আশা করতে পারি না ?

নরেন। ক্ষমা করবেন মিঃ সেন। আপনাদের উপরে ত আমাদের কোন ঈর্ষা বিদ্বেষ নেই। আপনারা আপনাদের কাজ করেছেন আর (মোটরের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে এবং একটু থামিয়া) দেশ যদি কোনদিন স্বাধীন হয় তাহালেও আপনাদের কাজ ত আর শেষ হবে না। তবে এখন সরকারের চোখে আমরা হ'চ্ছি দুর্বৃত্ত; তখন চোর, ডাকাত, ও খুনীরা হবে দুর্বৃত্ত; স্বাধীন দেশেও পুলিশ বাহিনীর কাজ ত থাকবেই।

মিঃ সেন। দুর্বৃত্তের কথা বলে আর লজ্জা দেবেন না, তবে আমাদের সম্বন্ধে এরূপ কথা আপনার কাছ থেকে প্রথম শুনলাম। আজ পর্য্যন্ত অনেক কয়েদীকে জেলে দিয়েছি ও খালাস করেছি, আমাদের সম্বন্ধে এই রকম একটা ধারণা ত দূরের কথা, সমাজের চোখে একটা ঘৃণ্য শ্রেণীর মত আমাদের বিরাজ করতে হয়।

নরেন। সেটা তো আপনারা বোঝেন না এই ত আমাদের দুঃখ।

মিঃ সেন। সত্যই, কোন সামাজিক অনুষ্ঠানেও আমাদের আমন্ত্রণ খুব কমই হয়। এমন কি ছেলেমেয়ের বিবাহ ব্যাপারেও লোক পুলিশের ঘরে দিতে আপত্তি করে। যেন পুলিশ অফিসারের বাড়ী শ্বশুর বাড়ী হলে ছেলেমেয়েদের সত্যই সেটা শ্রীঘর (মিঃ সেন এই বলিয়া হাসিয়া উঠিলেন)।

নরেন। পুলিশের লোককে দুঃখ করতে এই আমি প্রথম দেখলাম

মিঃ সেন। যাই হ'ক আপনারা যদি দেশের মালিক না হয়ে সেবক হবার চেষ্টা করেন তাহলে এ দুঃখ আপনাদের করতে হবে না।

(এই বলিয়া হাসিয়া নরেন মিঃ সেনের দিকে তাকাইয়া 'আচ্ছা' বলিয়া নমস্কার করিল। সুরেন তাহার করমর্দ্দন করিল। মিঃ সেন প্রস্থান করিলে পর নরেনের মা প্রতিমা মিঃ সেনের প্রত্যাবর্ত্তনের দিকে লক্ষ্য করিয়া)

প্রতিমা। হতভাগারা কোথাকার। দেশের সোনার চাঁদ ছেলেমেয়ে-গুলোকে সব খেলে। এরাই আবার জাত ভাই, আর এই দেশ আবার স্বাধীন হবে!

(মোটরের সামনে সকলেই হাসিয়া উঠিল। গাড়ীর দিকে লক্ষ্য করিয়া নরেন বলিতে লাগিল)

নরেন। গাড়ী সুরেন কিনেছে বুঝি, মা ?

প্রতিমা। হ্যাঁ।

নরেন। তবে ত তোমার ছোটছেলের প্রমোশন হয়ে' গেল।

(প্রতিমা ছাড়া আর সকলে হাসিয়া উঠিল)

প্রতিমা। কিসের প্রমোশন রে ?

(সকলে গাড়ীতে উঠিতে উঠিতে)

নরেন। এই বড়লোকদের ক্লাশে প্রমোশন পেল আর কি, আমি নীচের ক্লাশেই রয়ে গেলাম।

(নরেন গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছে এমন সময়ে দূরে কি একটা পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিল)

নরেন। দাঁড়াও ত মা ওটা কি দেখে আসি।

(প্রতিমা নরেনকে বাধা দিলেন, ভয়, পাছে ওখানে গিয়ে হাজির হয়)

—একটা লোক পড়ে রয়েছে বলে মনে হ'চ্ছে যেন ?

প্রতিমা। ও রকম কত দেখবি বাবা ! দুর্ভিক্ষে দেশটা ছারখারে গেল। লোকটা না খেয়ে মরে গেছে।

(নরেন মৃত দেহটার দিকে অগ্রসর হইতেছে, এমন সময় হিন্দু-সৎকার সমিতির লোকেরা আসিয়া মৃতদেহটাকে কাঁধে করিয়া চলিয়া গেল। নরেন বিমূঢ়ের মত চাহিয়া রহিল।)

সুরেন। দাদা, চলে এসো, দেখে আর কি হবে, আমাদের দেরী হয়ে যাচ্ছে।

(নরেন গাড়ীতে উঠিল বটে কিন্তু মনটা বড়ই চঞ্চল)

(বাড়ীর সামনে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। নরেন বাড়ীর চারিদিক একবার চাহিয়া দেখিল। এক বৎসর পূর্ব্বে যখন সে জেলে যায় তখন এই বাড়ীর চুণ সুরকী খসিয়া পড়িতেছিল, আর আজ বাড়ীর পূর্ণ সংস্কার হইয়াছে, অনেকগুলি ঘরও সংযুক্ত হইয়াছে, বাড়ীতে রেডিও বসিয়াছে, সুরেন গাড়ী কিনিয়াছে। এ সমস্তই হইয়াছে মাত্র এক বৎসরের মধ্যে।

বাড়ীর সামনে গাড়ী দাঁড়াইতেই কাগজওয়ালা খবরের কাগজ দিয়া গেল। নরেন জেলে যাওয়ার পর হইতে প্রতিমা দেবীর সংবাদ পত্রের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পাইতে থাকে। কাগজখানি খুলিয়াই প্রথম পাতাতেই দেখিলেন নরেনের ছবি, তলায় লেখা আছে—"বাংলার নিঃস্বার্থ জননেতা ও দেশকর্ম্মী নরেন রায়ের মুক্তি"। প্রতিমা দেবী অশ্রু বিগলিত হইলেন।

সুরেনের শিশুপুত্র নরেনের দিকে ছুটিয়া আসিল। চেহারার পরিবর্ত্তন দেখিয়া জ্যেঠামহাশয়ের কাছে আসিতে সাহস করিল না। নরেন তাহাকে কোলে লইয়া আদর করিল। শিশুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আগের যুগে বাপ কাকারা সুরু করেছিলেন. আমরা খানিকটা এগিয়ে দিয়ে যাবো, তোমরা শেষ করবে, কি বল খোকন ?"

(খোকন খানিকক্ষণ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল, তারপর হাত ও ঘাড় নাড়িয়া বলিয়া উঠিল "হুঁ")

দ্বিতীয় দৃশ্য

(কয়েক মিনিটের মধ্যে চায়ের আয়োজন সুরু হইল। সুরেন টেলিফোনে চারিদিকে দাদার মুক্তি সংবাদ ঘোষণা করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে নরেন দাড়ী কামাইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া চায়ের টেবিলে বসিয়া বাংলা সংবাদ পত্রখানা দেখিতে লাগিল। এমন সময়ে চিত্রা চায়ের সরঞ্জাম লইয়া প্রবেশ করিল। এঘরে উপস্থিত নরেন ও চিত্রা ছাড়া আর কেহ নাই।)

নরেন। (চিত্রাকে লক্ষ্য করিয়া) কাগজে কি লিখেছে দেখেছো।

চিত্রা! দেখেছি।

নরেন। এর মধ্যে আবার কখন দেখলে? কি লিখেছে বল দেখি? যুদ্ধের সংবাদ কি?

চিত্রা। আমার যেটা দেখবার দেখেছি। দেখেছি—নিঃস্বার্থ জননেতা ও দেশ কর্ম্মীকে। নিঃস্বার্থ জননেতা এখন এক কাপ চা খেয়ে ক্লান্তিটা একটু দূর করবেন কি?

(এক পেয়ালা চা আগাইয়া দিয়া অন্য পেয়ালাগুলি ভর্ত্তি করিতে লাগিল)

নরেন। আমার নিজের বিষয় জানার আগ্রহ দেখছি আমার চেয়েও তোমাদের বেশী।

চিত্রা। ঐটাই ত আমাদের বিশেষত্ব!

নরেন। আজকাল খবরের কাগজের ভাষা কি তাও বুঝি না। স্বীকার না করেও যদি ধরে নেওয়া যায় যে নরেন রায় বলে লোকটা দেশকর্ম্মী, তাহলেও নিঃস্বার্থ কথাটা আসে কোথা থেকে। এর

একমাত্র অর্থ এই যে স্বার্থপর দেশকর্ম্মীও আছে তাহলে। সে কি জীব, চিত্রা, বল দেখি।

(চিত্রার প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া প্রতিমা, সুরেন, সুরেনের স্ত্রী মাধবী ও অন্যান্য আত্মীয় পরিজন সকলে চায়ের আসরে আসিয়া হাজির হইল। সঙ্গে সঙ্গে চাকরে নানারূপ আহার্য্যও আনিয়া হাজির করিল। নরেন সমস্ত লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিল।)

(আপ্যায়নের পালা শেষ হইলে সকলকে এবং বিশেষ করিয়া সুরেনকে লক্ষ্য করিয়া)

নরেন। তোমরা এমন একটা আয়োজন করে বসেছ যেন আমি একটা দিগ্বিজয় করে এসেছি, এর কি দরকার ছিল বলতে পারো সুরেন? (১৫।২০ রকম খাবারে সাজানো পাত্রের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া) আর এ সব কি? জেল থেকে বেরিয়ে আসবার সময় যা দেখা গেল তার সঙ্গে এই ভোগের বিলাসিতা কি খুব অন্যায় বলেই তোমাদের মনে হয় না?

(নরেনের আদর্শবাদ সকলেই জানে। সুতরাং কেউ তার কথায় প্রতিবাদ করিল না। কেবল সুরেন বলিয়া উঠিল)

সুরেন। শোনো এবার দাদার লেকচার। কোথায় কে না খেয়ে মরেছে, তা আমাদেরও খাওয়া বন্ধ করে দাও।

নরেন। বন্ধ করার কথা হ'চ্ছে না, বলা হ'চ্ছে এই বাহ্যাড়ম্বরের কথা। জীবনধারণের জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু গ্রহণ কর, না হয় স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যও কিছু ব্যয় করলে, তা বলে এই অপচয়? জানো,

আজকের এই আয়োজনের খরচায় যে লোকটী মরে গেল তার মত অন্ততঃ দশটা লোককে একমাস বাঁচিয়ে রাখা চলত ?

(চিত্রার মধ্যে আদর্শ ও বাস্তবের সমন্বয় আছে। তাই সে এইখানে বাধা দিয়া বলিল)

চিত্রা। তোমার কথাই হয়ত সত্য, তবে এরা আজ সকলে মিলে আনন্দ করে একটা আয়োজন করেছে সেটাকে তেতো করে দিও না। তুমি না চাও তোমার ব্যাপারে ভবিষ্যতে আর এ রকম হবে না।

নরেন। জানি, আমি বা আমার পরিবারের মধ্যে বিলাসিতা কমালেই দুর্ভিক্ষ দূর হবে না। আমার বলার উদ্দেশ্য হ'চ্ছে যে ব্যক্তি বিশেষের সুখ-সুবিধাই তোমাদের চোখে এখনও বড় হ'য়ে দেখা দিচ্ছে। সমষ্টি জ্ঞান আজও যদি না হয় ত কবে হবে ?

প্রতিমা। নরেন, আজকের দিনটা বাবা তুই চুপ করে থাক, আর চেঁচামেচি করিসনে। তুই যখন ঘরের ছেলে ঘরে এসেছিস তখন তোর ইচ্ছামতই এবার থেকে সংসার চলবে।

(নরেন মায়ের কথায় কোনরূপ প্রতিবাদ করিল না এবং আব-হাওয়াটাকে একটু হালকা করিবার জন্য নিজেই প্রথমে খাইতে সুরু করিল)

নরেন। ওঃ, কতদিন যে ভালমন্দ খাইনি। নাও তোমরা সুরু করে দাও। আমার কথায় তোমরা বিচলিত হয়ো না। (খাইতে খাইতে) 'নরেন বড় সুবোধ বালক, যাহা পায় তাহা খায়—'

(সকলেই হাসিতে হাসিতে আহারে মনোযোগ দিল। প্রতিমা আনন্দের
সঙ্গে সেই দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। তারপর, "ওমা তোমরা কি
গো, আমার খোকনের দিকে কেউ তাকালে না" বলিতে
বলিতে টেবিল হইতে নরেনের অংশ হইতে একটা
খাবার খোকনের হাতে দিয়া তাহাকে
কোলের কাছে আদর করিতে করিতে
ও হাসিতে হাসিতে—)

প্রতিমা। আজকালকার বৌ-ছেলেদের আক্কেল দেখো একবার, কি বল খোকন, তোমাকে না দিয়ে নিজেরাই সুরু করে দিলে।

মাধবী। তাই বটে আপনার নাতিকে ঠকানো সহজ নয়, (খোকনকে লক্ষ্য করিয়া) চুপ করে রয়েছে দেখোনা—প্রথম সংস্করণ কবে সারা হয়ে গেছে।

(খোকন কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া সম্পূর্ণ বৈরাগ্যের সঙ্গে আহার্য্যে মনোনিবেশ করিল। সকলে আর একবার হাসিয়া উঠিল।)

তৃতীয় দৃশ্য

(নরেনের ঘর। বিবেকানন্দ, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র
প্রভৃতির ছবি ও বক্তৃতার নানারূপ বিভিন্ন অংশ ঘরের চারিদিকে
কাচের ফ্রেমে সাজানো রহিয়াছে। ঘরের একপাশে একটি
আলমারী ভর্ত্তি বই। টেবিলের উপর খবরের কাগজ ও
লেখার কাগজপত্র। আলমারিতে নরেন বই নাড়া
চাড়া করিতেছে। চিত্রা সোয়েটার বুনিতেছে।)

নরেন। আলমারির বইগুলোত' এক বৎসর থেকে অব্যবহার্য্যই ছিল, কিন্তু পরিচ্ছন্নতা ঠিক আছে, এর জন্যে তোমায় ধন্যবাদ।

চিত্রা। (চেয়ারে বসিয়াই মৃদু হাসিয়া) আজ্ঞে হঁ্যা, ধন্যবাদ! তুমিও কাছে থাকবে না, তুমি যাদের ভালবাসো তাদের দিকেও নজর দেবো না, তুমি আমায় কি মনে করেছ বল দেখি?

নরেন। ওগুলো কি হ'চ্ছে—সোয়েটার? পাশে এগুলো কি, এ যে দেখছি সবই সোয়েটার (গুনিতে লাগিল) এক, দুই, তিন........ নয়, দশ!! এতগুলো সোয়েটার কে পরবে?

চিত্রা। তোমার অনুমতির অপেক্ষাই করছিলাম। তোমার বিপরীত ধর্ম্মী দাদা লিখেছে রেড্ক্রসের মারফৎ দু-একটা পাঠাতে।

নরেন। (চিত্রার দিকে তাকাইয়া) ও! ক্যাপটেন চৌধুরী, আই, এম, এস। অফিসার কমাণ্ডিং, টেন্থ্ ইণ্ডিয়ান ডিভিসন!—বেশ ভাল! তা অতগুলো কেন?

চিত্রা। তুমি ত এটা বেশ ভালভাবে নিলে না?

নরেন। (আলমারি হইতে একখানা বই বাহির করিয়া তাহার পাতায় চোখ বুলাইতে বুলাইতে) কি করে নিই বল, তোমার স্বামী একদিকে জেলে পচে মরছে, আর তোমার ভাই অন্যপক্ষকে সাহায্য করছে এবং তাকে সাহায্য করা মানে—থাক্। দেখো চিত্রা, তোমাকে সত্যই খুব অসুবিধার মধ্যে পড়তে হ'য়েছে। কোন্ দিক সামলাবে ঠিক করতে পারছো না, নয়?

চিত্রা। দেখো, তুমি ইকনমিক্সে এম-এ পাশ করে ডক্টরেট নিতে বিলেতেই গিয়েছিলে, যেখানে অর্থনীতি একই রকমের, রাশিয়ায় ভিন্নরূপ অর্থনীতি শিখতে যাওনি যতই আজ সমাজতন্ত্রের দোহাই দাও না কেন। তুমি দেশের কথা ভাবতে শিখেছ সেদিন, যেদিন বিলাতে তোমায় কালা-আদমি বলে হোটেল থেকে

তাড়িয়ে দিলো। কিন্তু আমরা—অর্থাৎ মেয়েরা সেবাটাকেই বড় করে দেখি। এর মধ্যে রাজনীতি আনি না। এই যারা মরছে বা আহত হচ্ছে তার মধ্যে আমাদের দেশের ছেলেও কম নেই। দাদার সঙ্গে তোমার ব্যক্তিগত বিরোধ কিছুই নেই, বিরোধ আদর্শগত; কিন্তু দাদা ছাড়াও আরও যারা আছে তাদেরই বা মানুষ হিসাবে তুমি মর্য্যাদা দেবেনা কেন? জেল থেকে ফিরবার পথে না খেতে পেয়ে মরে যাওয়া লোকটাকে দেখে তুমি বিচলিত হলে, আর যুদ্ধে আহত লোকদের জন্যে তোমার স্ত্রী যদি গোটাকতক সোয়েটার পাঠায় সেটা তোমার বিরোধী দলকে সাহায্য করা বলতে পারো না। (চিত্রা যতক্ষণ সোয়েটার বুনিতে বুনিতে এই কথা বলিতেছিল, নরেন ততক্ষণ পুস্তকের দিকে না তাকাইয়া চিত্রার দিকেই তাকাইয়া ছিল)

নরেন। হ্যাঁ, এতক্ষণ তোমার দিকেই তাকিয়েছিলাম, তোমাকে অবশ্য এমন কিছু দেখবার নেই!

চিত্রা। (হাসিয়া) তা জানি, সে মোহ অনেকদিন কেটে গেছে!

নরেন। দেখছিলাম তোমার মুখের পরিবর্ত্তন। আর ভাবছি, কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পাশ মেয়েকে বিয়ে করলাম। এরা যুক্তি করে, তর্ক করে, আবার আত্মসম্মান জ্ঞানও আছে। একটি খেঁদী, পেঁচি, নাকে নোলক দেওয়া মেয়ে ঘরে আনলে যা বোঝাতাম তাই বুঝতো। যাক, যা বলছিলাম। আমাদের জীবনে মানবতা বলে কিছু নেই। আমরা নিজেরাও মানবতার নমুনা পাইনি, দেখাতেও চাইনা। ওরা মরবার জন্যে গিয়েছে, সরকারেরও পয়সার অভাব নেই। প্রচুর অপচয়ের মধ্যেও যথেষ্ট

প্রাচুর্য্যের মধ্যে ওরা বেঁচে থাকে। আর এরা—দেশের অশিক্ষিত চাষী মজুরের দল—এরা অন্য জীব। না খেয়ে মরবে অথচ আহারের যোগাড় করার মত মনোবৃত্তি নেই। যেমন করেই হোক মানুকে বাঁচতে হবে—এই শিক্ষা এদের আজও হয়নি। মরবার সময় এরা অদৃষ্টের দোহাই দেয়; জানোতো ঈশ্বর তাকেই সাহায্য করেন যে নিজেকে সাহায্য করতে শিখেছে। যুদ্ধে মৃত্যু ও না খেতে পেযে মৃত্যু এ দুয়ের মূলে নীতিগত প্রভেদ আছে। ধ্বংসের জন্য দায়িত্ব যদি রাষ্ট্র নিতে পারে, মানুষকে খেতে পরতে দিয়ে বাঁচাবার দায়িত্ব কেন রাষ্ট্রের থাকবে না? আর তাকেই বলতে হবে আমরা সভ্য যুগের মানুষ?

(নরেন যতক্ষণ তাহার কথাগুলি শুধু পুস্তকের উপর দৃষ্টি রাখিয়াই বলিয়া যাইতেছিল, চিত্রাও একাদৃষ্টে তাহার মুখের দিকেই তাকাইয়া ছিল)

চিত্রা। হ্যাঁ, আমিও এতক্ষণ তোমারই মুখের দিকে তাকিয়ে শ্রীমুখের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করছিলাম। দেখলাম যে তোমাদের সমস্তটাই রাজনীতি। রাজনীতি আর কূটনীতি করে করে পুরুষরা এমন অমানুষ হ'য়ে গেছে যে বিশ্বের দরবারে মানবতার আদর্শকে তারা আজ ভয়নক ছোট করে ফেলেছে। তোমরা লোভ, অহমিকা, বিদ্বেষকে আজ আর অন্যায় বলে স্বীকার কর না। স্বার্থের সংঘাত সেইজন্যেই তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে আজ কেবল নিজেদের যুক্তি দিয়েই বিচার করতে চায়। বলতে পারো, যখন একটা লোক মরে তখন তার জন্যে এক ফোঁটা জল, একটু আহার—এইটাই কি বড় জিনিষ নয়? আর যখন জন্মায় তখনও একটু

শুধই তার প্রয়োজন হয়। জন্মের প্রথম কথা এবং মৃত্যুর শেষ
কথা—এই দুইয়ের মূলেই যদি মানবতা হয়, তবে রাজনীতির
কুসংস্কারকে বড় করে কেন দেখবে?

নরেন। তুমি যে লোকের কথা বলছ চিত্রা সেটা এ-লোকের কথা নয়! বাস্তব দৃষ্টি নিয়ে যদি দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীদের অবস্থা, আতলান্তিক সনদের ভারতের অপ্রযোজ্যতা এমন কি নিজের দেশেও কালাধলার সম্বন্ধ বিচার কর ত' দেখবে গীতায়, কোরাণে ও বাইবেলে যা লেখা থাকে বাস্তব জীবনে তা দেখা যায় না।

(এই দুজনের তর্কের মাঝখানে খোকন আসিয়া জ্যেঠিমাকে জড়াইয়া ধরিল। চিত্রা তাহাকে কোলে করিয়া লইবার পূর্ব্বেই তাহার ধূলা-পা সমেত চিত্রার কাপড়খানি সে ময়লা করিয়াই কোলে লাফাইয়া উঠিল)

খোকন। জেঠিমা, আমি একটা জিনিষ পেয়েছি দেখবে? (এই বলিয়া পকেট হইতে একটা বেলুন বাঁশী ফুঁ দিয়া ফুলাইয়া ছাড়িয়া দিল। বাঁশী বাজিতে লাগিল)

চিত্রা। (কাপড়ের ধূলা হাতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া ও নরেনকে লক্ষ্য করিয়া) এইরকম একটা গভীর আলোচনার মধ্যে খোকন যদি তোমার কাছে গিয়ে এরূপ কর'ত তাহলে তুমি বিরক্ত হ'তে। কিন্তু আমাদের দেখো। তাহলেই বুঝতে পারছো সামান্য রেড-ক্রসে সোয়েটার পাঠানোর কথা থেকে যুদ্ধ-বিগ্রহ পর্য্যন্ত, তোমরা সব জায়গাতেই অশান্তির সৃষ্টি কর, আর আমরা সৃষ্টি করি শান্তি।

নরেন। হু। "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু নারী-রূপেন সংস্থিতা—"

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(নরেনদের গ্রাম রাসনগর। সহর হইতে বহু দূরে অবস্থিত। চারিদিকে ধানের ক্ষেতে ভর্ত্তি, মধ্যে পায়ে চলা পথ ধরিয়া নরেন তাহাদের গ্রামের বাড়ীর দিকে হাঁটিয়া যাইতেছে। মধ্যে গ্রামের মোড়ল রহিমের সঙ্গে দেখা। জীর্ণ ও রুগ্ন চেহারা, তবে কাঠামো দেখে মনে হয়, এক সময় তার স্বাস্থ্য সবল ও পেশী বহুল ছিল। নরেন ও চিত্রা তাহাদের গ্রামের বাড়ীতেই বাস করিতে যাইতেছে।)

রহিম। এই যে দা'ঠাকুর। তুমি কবে এলে। শুনলাম স্বদেশী করায় বেটারা তোমায় জেলে দিয়েছিল।

নরেন। (রহিমের কাঁধে হাত দিয়া হাসিতে হাসিতে) এই ত কালকে বাড়ী এসেছি, তা তোমাদের এ রকম সব চেহারা হ'ল কেন ?

রহিম। গাঁয়ের আধা লোক ত শেষ হযে গেছে দা'ঠাকুর, আমার বৌ গেল, বেটাও গেল। রঘুকে ত তুমি ভালই জানতে সেও সেদিন মারা গেল।

নরেন। রঘুও মারা গেছে ? তুমি আর রঘুই ত গ্রামের ভাল মন্দ সব কিছু দেখতে ! (দূরে একটা নূতন লোককে দেখিতে পাইয়া) ঐ লোকটা কে রহিম ?

রহিম। ঐ ত গ্রামে নতুন এসেছে।

নরেন। তা তোমাদের এই সব ধান পেকে গেছে অথচ কাটোনি কেন, গ্রামে লোক নেই বুঝি ?

রহিম। ঠিক তাই দা'ঠাকুর ! তাছাড়া, তোমাদেরই সহরের কে একটা বড়লোক এই সব ধান দাদন দিয়ে রেখে গেছে আর ঐ লোকটা তা দেখাশুনা করছে।

(কথা বলিতে বলিতে উভয়ে গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে আরও কয়েকজন গ্রামবাসী উপস্থিত ছিল। নরেনকে সসম্ভ্রমে সকলে মণ্ডপের খানিকটা জায়গায় গায়ের চাদর দিয়া পরিষ্কার করিয়া বসাইয়া দিল। গ্রামের নানারূপ সমস্যার তারা আজ সমাধান করিতে চায়।)

রহিম। আর একটা কথা দাদাবাবু, তুমি যদি এসেছ দয়া করে শোনো। ঐ লোকটা গাঁয়ে এসে পর্য্যন্ত দল পাকাবার চেষ্টা করছে। আমায় ত তুমি জানতে দা'ঠাকুর পাড়ায় হিন্দু বা মুসলমান যারই যা পূজা পার্ব্বন থাক না কেন আমি ও রঘুই তার দেখাশুনা করতাম। আজকাল ছেলেরাও কেউ রহিম কাকা বলে কাছে আসেনা, রোজই ঐ লোকটার বাড়ীতে দল পাকাচ্ছে আর গাঁয়ের মধ্যে ষড়যন্ত্র করছে।

নরেন। বটে ! আজ থেকে আমি গাঁয়ে থাকবো, এর একটা ব্যবস্থা আমায় করতে হবে।

(চণ্ডীমণ্ডপের উপর নরেন বসিল আর সকলে বসিতে সাহস না করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।)

তোমরাও বস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?

রহিম। না বাবু ঠিক আছে। তুমি যেখানে বসেছ সেখানে আমরা বসতে পারি না দা'ঠাকুর। এইখানেই আমরা বসছি (বলিয়া সকলে মাটিতেই বসিয়া পড়িতেছিল)

নরেন। (রহিম ও আর একজনকে হাত ধরিয়া পাশে বসাইয়া) দেখো, আমরা তোমাদের গাঁয়েব লোক। সহরে গিয়েছি, লেখাপড়া শিখেছি বলেই পর হয়ে যাইনি। সহরের লোকেবা গ্রামের ধান-চাল নিয়ে যাবে, তাই কেনা-বেচা করে তারা বড়-লোক হবে, অথচ গ্রামের দিকে নজর দেবে না, এটা তাদেব অন্যায়। আমাদের উচিত সহরের মতই গ্রামের ভেতরে শিক্ষা স্বাস্থ্য ইত্যাদির যাতে ব্যবস্থা হয তার চেষ্টা করা। সহরের সঙ্গে গ্রামের যোগাযোগ থাকলে তবেই ত সারা দেশটা উন্নতি করবে; কি বল তোমরা?

১ম গ্রামবাসী। সে যা বলেছ দা'ঠাকুর। এদের দেশে (আব এক জনকে লক্ষ্য করিয়া) তবু একটা আটচালায় ইস্কুল খুলবে বলছে।

নরেন। ওদের দেশ ত তিনখানা গাঁয়ের পরে। দেশ বলতে ভারত-বর্ষ যদি না বোঝো অন্ততঃ বাংলা দেশটাও বোঝো। শুধু তোমাদের গ্রামটাই দেশ, পাশের গ্রামটা আর একটা দেশ, দেশটা অত ছোট নয় বুঝলে? (সকলে অবাক হইয়া নরেনের কথা শুনিতে লাগিল, যেন কত কি নতুন কথা শুনিতেছে। নরেন বলিতে লাগিল)

নরেন। শোনো তোমরা যে জন্তে আমি এখানে এসেছি এবং থাকবোও তোমাদের মধ্যে ঠিক করেছি। (১ম গ্রামবাসীকে লক্ষ্য করিয়া) তোমার যে ক' বিঘে ধানজমি আছে তাতে তোমার চলে কিনা?

১ম গ্রাঃ বাঃ। চলা ত দূরের কথা বাবুজি এক বেলাই ভাত জোটে না ত' দু-বেলা। তারপর মহাজনের দেনা ত আছেই।

নরেন। (২য় গ্রামবাসীকে লক্ষ্য করিয়া) তোমার কি খবর?

২য় গ্রাঃ বাঃ। আমার যা ধান জমি আছে তাতে আমার ভালই চলে যায় বাবু, তবে জল না হওয়াতে সেবার বড় কষ্ট হয়েছিল।

নরেন। (৩য় গ্রামবাসীর প্রতি) তোমার?

৩য় গ্রাঃ বাঃ। আমার ত জমি কিছু নেই বাবু। পরের জমিতে চাষ করি, ভাগে যা পাই তাতে পেটও ভরে না।

নরেন। বাকি সময়টা তুমি কি কর? বসে থাকো। পরনে ত এক টুকরা নেকরা পড়ে আছ, চরকায় সুতো কাটতে পারো না? তোমরা যে সময় নষ্ট কর সেই সময় সুতো কাটলে বছরের কাপড়ের খরচটা তোমাদের উঠে আসে। তোমাদের কথাবার্তায় বোঝা গেল যে তোমাদের সকলেরই অবস্থা সমান এবং সকলেই একটা না একটা কারনে ভালভাবে খেতে পড়তে পাওনা। (রহিমকে লক্ষ্য করিয়া) রহিম, তোমরা এক কাজ কর। তোমাদের এবং আরও অনেকের হাজার খানেক ঘিঘে জমি এক সঙ্গে চাষ করার ব্যবস্থা কর, জলের জন্যে আমি টিউব-ওয়েল বা ইঁদারা খোড়াবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আর মেসিনের লাঙ্গল পাওয়া যায়, তাকে ট্রাক্টর বলে, তোমাদের গ্রামে আমি একটা আনিয়ে দিচ্ছি। অল্প খাটুনিতে বেশী ফসল হবে, নিজেদের দরকার মত রেখে বাকিটা বিক্রী করে সকলে সমান ভাবে ভাগ করে নেবে।

২য় গ্রাঃ বাঃ। বাবু, মাপ করবেন, একটা কথা বলছি। আমার জমির ফসল অনেকের চেয়ে বেশী হয়ে থাকে।

নরেন। তোমাদের নিজের নিজের স্বার্থ ছাড়তে হবে। এই যে জল না হওয়াতে ভাল ধান হয়নি সেবারে বলছিলে, কোনবার হযত কারও অসুখের জন্যে কেউ লাঙ্গল দিতে পারবে না, এইজন্য তোমরা খেতে পাবে না? সকলের স্বার্থ একসঙ্গে দেখতে শেখো। সকলে একসঙ্গে কাজ কর, তোমার বিপদ আপদে এরা দেখবে। ফসল কম-বেশীর কথাই যদি বল, তুমিও তোমার অংশের জন্য লাভ কিছু কম পাচ্ছো না। ট্রাক্টর চালিযে ফসল জন্মালে প্রত্যেকের লাভের অংশই বেড়ে যাবে, সকলেরই অভাব দূর হবে। বৃষ্টির উপর নির্ভর না করে তোমরা নিজেদের উপর নির্ভর করতে পারবে এবং ফসলও অল্প সময়ে বেশী হাতে আসবে। বিশ্রাম করবার সময় যথেষ্ট পাবে। কম সময দিযে যদি অন্ন চিন্তা দূর হয়, বাকি সময়টাতো তোমরা পড়াশুনা ও দেশের কাজ করতে পারবে। সময পেলে এই গ্রামে ইস্কুল তোমরাই করবে ও তোমরাই চালাবে, ডাক্তারখানা তোমরাই খুলবে ও তোমরাই চালাবে। এক একজন আলাদা আলাদা চাষ করায় ভালভাবে কেউই খেতে-পড়তে পারছো না, অসুখের চিকিৎসা করতে পারছো না, একসঙ্গে কাজ করলে সকলেই ভালভাবে বাঁচতে পারবে।

সকলে একসঙ্গে। (এতক্ষণ সকলে অবাক হইয়া শুনিতেছিল, এতক্ষণে জবাব দিল) তুমি যা বলছো বাবু তা যদি হয় ত আমরা করতে রাজি আছি।

রহিম। আর তুমি ত এখন থাকবে বলছিলে দা'ঠাকুর, তুমি থাকলে আমাদের ভাবনা নেই।

নরেন। সে ত নিশ্চয়ই। সত্যিই একবার ভাবো দিখিনি, ছুনিয়ায় এত জানবার শিখবার জিনিষ আছে তোমরা কিছুই জানবে না, কেবল ভাতের চিন্তা করবে, এ রকমে কখনো মানুষ বাঁচে?

রহিম। যা বলেছো দা'ঠাকুর। দু-তিন পুরুষ থেকে এই গাঁয়ে বাস করছি, নিজেদের অভাবও কোনদিন মিটলো না, গাঁয়ের দিকে তাকাতেও আমরা কখনো পারলাম না। তোমার মত লোক যদি গাঁয়ে আসে, আমাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে কাজে লাগায়—

নরেন। তাই হবে রহিম। কিন্তু আমার ব্যবস্থা হ'ল ওই, সকলকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। ঐ যে তোমাদের কলকাতার বড়লোকটার কথা বলছিলে যে তোমাদের ধান চাল কিনেছে, যা দর দিয়েছে শুনছি তার ডবল দাম পেতে যদি তোমরা সকলে একযোগে বলতে, এর কমে বেচবো না বাবু। তা তোমরা পারোনি আর সেও তোমাদের প্রত্যেকের দুর্দ্দশার সুযোগ নিয়ে নিজের সুবিধে মত দাম দিয়ে কিনে নিলো। ও অন্ততঃ চারগুণ দামে বিক্রী করবে জানো? ঐ চালই আবার তোমাদের মধ্যে অনেককে পাঁচ-ছ' গুণ দাম দিয়ে কিনে খেতে হবে, এটা ভেবে দেখেছো?

'সকলে একসঙ্গে'। যা বলেছ দা'ঠাকুর, তুমি যা বললে সে রকম ব্যবস্থা করে দাও, তোমার গোলাম হ'য়ে থাকবো! অত টাকা তুমি এনে দেবে, আর তোমার কথা শুনবো না?

নরেন। তোমরা আমার গোলাম নও ভাই, আমি তোমাদেরই একজন, গোলাম আমরা সকলেই অন্য জাতের। (সকলের প্রতি) আচ্ছা, এখন আমরা উঠি, আবার কাল এই জায়গায় আমরা মিলবো, সুখ-দুঃখ, সুবিধে অসুবিধের বিষয় একসঙ্গে আলোচনা হবে, তার ব্যবস্থাও করা যাবে।

(সকলে বিশেষ উৎসাহিত হইয়া নরেনকে ঘিরিয়া অগ্রসর হইতে হইতে)

রহিম। আচ্ছা দা'ঠাকুর সেবার কলকাতা গিয়েছিলাম, সেখানে চাষাদের একটা সভা হচ্ছিল, কিষাণ সভা না কি বলল! কলকাতায় না করে এই রকম সব গাঁয়ে কিষাণ সভা করা যায় না? কলকাতাতেও চাষা আছে কি?

নরেন। কলকাতার সব চাষা বুঝলে রহিম। ঐ সব সভা এখানেই হওয়া উচিত, হবেও তাই। তবে সহরের লোকের মাথায় প্রথমে ওগুলো আসে বলে, সহরেও সভা করতে হয়। তবে কাজ হয় গ্রামে গ্রামে সভা করলে। (সকলে প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(সহরে নরেনের বন্ধু রাজেনের বাড়ীর বৈঠকখানা। রাজেন বহুবিধ প্রতিষ্ঠানের মালিক—চালের কল, কাপড়ের মিল, কয়লার খনি, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি। সুতরাং ব্যবসা চালানোর জন্য টাকা, এবং মিল চালানোর জন্য কয়লা বা কুলি কিছুই তার অভাব হয় না। গ্রামের অবস্থা খারাপ হওয়ায় এবং যুদ্ধে সরকারকে মাল সরবরাহ করার জন্যে বহু গ্রামবাসীকে সে সামান্য মাইনে দিয়ে চাকরি দিয়েছে। তারাও শুধু পরিশ্রম বিক্রয় করে খাওয়া ছাড়া কিছু জানে না। রাজেন কাজে ব্যস্ত। নরেনের প্রবেশ।)

রাজেন। এই যে গান্ধিজী। কবে ফেরা হ'ল। "A" class prisoner under His Majesty's Govt. A patriot indeed!

নরেন। বাঃ, বহুদিন পরে সাক্ষাৎ, চমৎকার রিসেপশন ত! আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে না কি?

রাজেন। না না ভাই ঠাট্টা বোঝোনা?

নরেন। তোমাদের যত ঠাট্টা এই আমাদের মত হতভাগাগুলোকে নিয়ে। একবার ভেবে দেখেছো কি আমাদের মত অকাল কুষ্মাণ্ডরা যদি ভারতের জন্য ভারতবাসী, ভারতীয় জিনিষই ভারতবাসী কিনতে চায়, বিদেশী বর্জ্জন, ইত্যাদি আন্দোলন করে জেলবরণ না করত,তাহলে তোমাদের মত ব্যবসাদারদের আজও ভারতে জায়গা হ'ত না। ম্যানচেষ্টারের কাপড় ও দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লায় আজও ভারত ছেয়ে থাকত। আজকে ব্যাঙ্কের খাতায় অঙ্কের হিসাব খুব হ'চ্ছে, আর একদিন অঙ্কেতে তিরিশ নম্বর তুলতে নরেনের কাছে হত্যা দিয়ে থাকতে হ'য়েছিল।

রাজেন। তুমি হঠাৎ এত রেগে যেয়োনা ভাই, আমি এমনি পরিহাস করছিলাম। তোমার সেন্টিমেন্টে আঘাত করার আমার মোটেই ইচ্ছে ছিল না।

নরেন। তুমি যদি ব্যক্তিগত ভাবে আমাকে গালাগালও দিতে আমি কিছুই মনে করতাম না। কিন্তু যাদের সারা জীবনের ত্যাগের ফলে বিদেশী ধনিক সম্প্রদায়ের স্থানে তোমাদের স্থান হয়েছে, সেটাকে অস্বীকার করার বা তাকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখার চেয়ে অকৃতজ্ঞতা আর কিছু নেই। বড় বড় চাকুরীজীবিরা যখন আমাদের বিরুদ্ধে কিছু বলে তার একটা তবু অর্থ হয় যে বর্ত্তমান রাষ্ট্রের

সঙ্গে তাদের স্বার্থ এক হ'য়ে গেছে, এবং তারা ভুলে গেছে যে পাঁচ, সাত শ, হাজার টাকার মাইনে আজ যে সব দেশের লোক স্বদেশী আন্দোলনের ফলে পাচ্ছে, তিরিশ বছর আগেও সেটা তাদের নাগালের বাইরে ছিল। এতে দুঃখ করিনা, কারণ দেশ স্বাধীন হলেও এদের মনোবৃত্তি বদলাতে দেরী হবে। কিন্তু স্বাধীন আবহাওয়ার ভেতরে চলাফেরা করে তোমাদের এই সংকীর্ণ দৃষ্টিকে বিশ্বাস-ঘাতকতা ছাড়া আর কি বলব।

(রাজেনের স্ত্রী সুষমা বাহির হইতে মোটরে করিয়া আসিয়া দরজার সামনে নামিল। নরেনকে দেখিতে পায় নাই। রাজেনের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে)

সুষমা। আজ 'উইমেন্‌স কনফারেন্সে' আমায় সভাপতিত্ব করতে হয়েছিল। দেশের অবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতাটা ত' ভালই দিয়েছি বলে মনে হয়, কাল কাগজে দেখো।

(সুন্দরী, তরুণী, একটু অস্থির, শিক্ষা সাধারণ, নিজের অবস্থার স্বচ্ছলতা সম্বন্ধে সচেতন। পরিধানে দামী বেনারসী, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ। হঠাৎ পিছন দিকে তাকাইয়া নরেনের খদ্দর পরিধান ও গান্ধী টুপি দেখিয়া এবং চেহারার সঙ্গে সেদিনের সংবাদ পত্রের চেহারার সাদৃশ্যের কথা স্মরণ করিয়া রাজেনের কাছে চুপি চুপি প্রশ্ন "নরেন রায় না?" এবং প্রত্যুত্তরে রাজেনের ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি। সুষমার প্রস্থান।)

রাজেন। ইনিই আমার—

নরেন। হোম ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী!

রাজেন। হোমই বল, ফরেনই বল, উনিই সব।

নরেন। বাড়ীখানা ত জাঁদরেল হাঁকিয়েছ দেখলাম, মাষ্টার বুইক গাড়ীও ত দেখালে, কম পক্ষে পাঁচশ' টাকা দামের সাড়ীও গিন্নীর পরনে ঝলক মারছে। সভাসমিতি করে নারী জাগরণ, দুর্ভিক্ষের দুঃখ, সবই একসঙ্গে খিচুড়ী করে চালাচ্ছো। এ ভণ্ডামী আর কতদিন চলবে?

রাজেন। (হাসিয়া) বলে যাও, থামলে কেন?

নরেন। তোমাদের চামড়া গণ্ডারের চামড়া, গায়ে কি আর কিছু লাগে। বাঙালীর ছেলে, বেনে কি করে হলে বলতে পারো?

(রাজেন এখনও চুপ করিয়া হাসিতে লাগিল ও কাগজপত্র দেখিতে লাগিল)

নরেন। যাক্। এখন যে জন্য এসেছিলাম শোনো।

রাজেন। (বাধা দিয়া) ভাই, ব্যবসার অবস্থা আজকাল খুব ভাল নয়।

নরেন। (ধমক দিয়া) চামাড় কোথাকার। শোনো, তোমার কাছে নিজের জন্যে আসিনি যে আগে থেকে সুর গাইতে হবে। নরেন রায়ের টাকার তত প্রয়োজন নেই এবং সে নিজের জন্যে কারও কাছে আসে না।

রাজেন। তুমি আজ এসে পর্য্যন্ত মিলিটারি মেজাজ দেখাচ্ছো, কি খবর বল দিখি শুনি? কবির ভাষাতেই জিজ্ঞাসা করি—"কোন প্রয়োজনে মাগিয়াছ দর্শন আমার—?"

নরেন। (হাসিয়া) শুনলাম, রামনগরের ও তার পাশাপাশি গ্রাম-

গুলোয যে ধান-চাল হয়েছিল তা তুমি দাদন দিয়ে রেখেছ এবং আজকের যা বাজার দর তার সিকিও তুমি চাষাদের দেওনি।

রাজেন। তারা ত ঐ দামেই ছেড়েছে, আমি কি করতে পারি?

নরেন। ছেড়েছে মানে, তুমি তাদের উপর চাপ দিয়েছ, তোমার প্রেরিত মহাজনের দল তাদেব টাকা ধার দিয়ে কিনে রেখেছে, আর তাদের দুরবস্থার সুযোগ নিযে তুমি সিকি দাম দিয়েছ।

(একজন ব্যবস্থা পরিষদেব সভ্য এম, এল, এ, ও একজন রায় বাহাদুরের প্রবেশ)

রাজেন এই যে আমাদের রায় বাহাদুর, পরিষদ সভ্য, সব একসঙ্গে। বাই-ইলেকশনের খবর কি? (রায় বাহাদুব ও এম, এল, এ বাজেনের সেক্রেটারিযেট টেবিলেব সামনে চেযাবে উপবেশন করিলেন।)

নবেন। (বাজেনের দিকে অগ্রসব হইযা) তাহলে তুমি ওদের জন্যে আর কিছু কবতে পারো না?

রাজেন। উপস্থিত ত নয। পরে এসো, যা পারি সাহায্য করতে চেষ্টা করবো।

নরেন। দযা, সহানুভূতি, সাহায্য এ সকলের বেশ একটা আত্মতৃপ্তিও আছে। দশলাথ টাকা থেকে একশ' টাকা সাহায্য করলে, নিজেও মনে করলে খুব একটা দান করলে, কাগজেও নাম-জাহির হ'ল। অথচ ন্যায়পথে চললে ওদের চালের দাম বাবদ অন্ততঃ দশহাজার টাকা ওরা এখন দাবী করতে পারে। তোমাদের দয়া-দাক্ষিণ্যগুলো একটু কম করে দেশের অশিক্ষিত

গরীব লোকদের যাতে সত্যই আর্থিক ও সামাজিক জীবনে উন্নতি হয় তা কি তোমাদের দেখা কর্ত্তব্য নয়?

রাজেন। আমার যা কিছু আছে সব ফুঁকে দিলেও তাদের দুঃখের এক-ভাগও দূর হবে না।

নরেন। সুতরাং নিজেদের সুখটাই বাড়িয়ে যাওয়া বেশী যুক্তিসঙ্গত। তোমাকে ব্যক্তিগতভাবে বলছি না, তোমাদের ধনিক সম্প্রদায়কে বলছি, তোমাদের সামাজিক কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকা দরকার? (দূরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) ঐ যে কুকুরটা পুষেছ, ওর জন্যে তোমার মাসে অন্ততঃ একশ' টাকা খরচ হয়, অথচ নিজের পরিবারের স্বার্থের বাইরে আর দৃষ্টি যায় না। (একটু হাসিয়া) যাই হ'ক তোমাদের গালাগাল দিয়ে লাভ নেই। আমার বক্তব্য এই যে আমি ঐ গ্রামে সমবায় কৃষির জন্য একটা ট্রাক্টর ও নলকূপ করে দিতে চাই এবং তোমায় পঁচিশ হাজার টাকা দিতে হবে।

রাজেন। পঁ-চি-শ হা-জা-র! অসম্ভব!

নরেন। আচ্ছা, আমি তাহলে চললাম। (প্রস্থান)

রায় বাহাদুর। ইনি কে? তোমায় ত যা বলে গেল তার ত প্রতিবাদ করলে না। একটা উজবুগের মত বসে রইলে।

রাজেন। এম-এ তে ফাষ্ট, ইকনমিকসে ডক্টরেট পেয়েছে, সারা বিদেশ ঘুরে এসে রিয়্যাকশন, সেণ্টপারসেণ্ট স্বদেশী! কিছুদিন আগে জেল থেকে ছাড়া পেয়েই আবার জেলে ঢুকবার চেষ্টায় আছে। এমন কাটা কাটা খাঁটি কথা বলে যে জবাব দেওয়া যায় না আর হজমও করা যায় না। আমারই বাল্য বন্ধু, শুধু

আমাকে নয়, অনেক লাট-বেলাটকেও ওর কাছে উজবুগ বনে যেতে হয়।

পরিষদ সভ্য। এঁকে যেন দেখেছি কোথায় ?

রাজেন। কোথায় আর দেখবে ? হয় খবরের কাগজে, নয় ত যদি জেলে গিয়ে থাকো ত' দেখা হতে পারে, ওখানেই ও বেশী সময় থাকে।

পরিষদ সভ্য। (একটু ভাবিয়া) এইবার মনে পড়েছে। তোমার কথা মত সেদিন রাখালকে নিয়ে রামনগর গাঁযেতে গিযেছিলাম। তুমি বলছিলে তোমার অনেকদিন খাজনাপত্র আদায় হয়নি। বেটারা এমন পাজি হয়েছে হে, যে বলে খাজনা দেবে না,খেতেই পায় না তা খাজনা দেবে কি ? তাদের দা'ঠাকুরের সঙ্গে পরামর্শ করে তবে তারা জবাব দেবে। এইবার বুঝছি ইনিই সেই দা'ঠাকুর ! লেখা-পড়া শিখে খেতে পায় না আর হুজুগ করে বেড়াচ্ছে, আমাদেরই সর্ব্বনাশের চেষ্টা।

রাজেন। দেখো, আর যাই বল ওটা বলো না। ওদের অবস্থাও খুব ভাল। ওর ভাই সুরেনের সঙ্গে আমার ব্যবসা সংক্রান্ত লেন-দেন আছে। লাখ-লাখ টাকার মালিক সে। ভালছেলেদের যেমন চাকরী দিয়ে সরকারের হাত করবার একটা নীতি আছে, নরেনকেও হাজার টাকা মাইনে দিয়ে তা চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি। আমার সঙ্গে মতে অমিল যথেষ্ট হলেও মনের অমিল কখনও ছিল না। আর সত্যই আমি ওকে বরাবর শ্রদ্ধাও করে এসেছি। এবারেই দেখচি একটু বেশী উগ্রমূর্ত্তি, পাক্কা সোস্যালিষ্ট !

রায় বাহাদুর। তুমি কি বলতে চাও, ঐ রকম হুজুগ করলেই দেশ উদ্ধার হবে?

রাজেন। আর কে কি করে জানি না, তবে ওকে ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি, ও অন্ততঃ সত্যই দেশের কাজ করতে চায় এবং সাধ্যমত করেও। ওর মত নিঃস্বার্থ ও নীরব কর্মী যদি বেশী থাকতো তাহলে দেশ সত্যই এতদিন স্বাধীন হয়ে যেতো। (একটু হাসিয়া এম-এল-এর দিকে দৃষ্টি দিয়া) হ্যাঁ, তারপর, তোমার ইলেক্‌শনের খবর কি?

পরিষদ সভ্য। এবারেও ত হবে বলে মনে হ'চ্ছে। তবে, ঐ বস্তীর মাগীগুলোকে হাত করতে এবার অনেকগুলো টাকা বেরিয়ে গেলো। শালীরা বলে কি জানো? ওদের ভেতরেও রাজনৈতিক চেতনা এসে গেছে হে! বলে, এই সময়েই ওদের কিছু রোজগার হয়ে থাকে, মাথা পিছু একশ' টাকার কমে ঘরের বৌ সাজতে রাজী নয়। (চেয়ারে হেলান দিয়া সিগারেট খাইতে লাগিল। সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।)

রায় বাহাদুর। যাই হ'ক মোটের উপর এবারে আম'দের দলের শক্তির উপরই মন্ত্রীসভা নির্ভর করছে।

রাজেন। (এইবার এম-এল-এর দিকে লক্ষ্য করিয়া) আমার ব্যাঙ্ক থেকে কত ওভার ড্রাফট নিয়েছ জানো? বিশ হাজার টাকা।

পরিষদ সভ্য। ছোঃ, কত বিশ হাজার তোমার ব্যাঙ্কে এনে ফেলবো দেখো। একটু সবুর কর।

রাজেন। থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি ম'চ। (করমর্দ্দন)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(কাপড়কলের মজুরসঙ্ঘের উদ্যোগে আজ সহরতলিতে বিরাট সভার আয়োজন হইতেছে। কণ্ট্রোলের বাজারে তাহাদের যে চাউল সরবরাহ করা হইতেছে তাহা পরিমাণে শুধু কমই নয়, অখাদ্যও বটে। ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় তাদের দলের কয়েক জনের চাকরী গিয়াছে। তাহার প্রতিবাদে এই সভা। নরেন ফটকের দিকে যাইতে লাগিল, যাদের চাকরী গিয়াছে তারা তাহাকে ঘিরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। যাকে সভাপতি করা হইয়াছিল তিনি শেষ পর্য্যন্ত আসিতে অসমর্থ বলিয়া পাঠাইয়াছেন। নরেন গ্রামের বাড়ী হইতে সহরে আসিয়াছে। সন্ধ্যা ৬টায় ছুটীর হুইসল পড়িল।)

নরেন। (মজুরদের দল কলেজ সন্নিকটে মাঠে ক্রমশঃ হাজির হইল) দেখো নামকরা বড়লোকদেরই যে ডেকে এনে গলায় মালা পরিয়ে সভাপতি করতে হবে তার কোন মানে নেই। তারা তোমাদের অভাব অভিযোগ কি বোঝে। সুতরাং নিজেদেরই ভেতরে একজনকে ঠিক করে নাও যে দু-বেলা এই অভাব অভিযোগ ও সমস্যার নিজে ভুগছে। তা না হলে সে অন্যকে বোঝাতেই বা পারবে কেন আর তা দূর করবার জন্য আন্তরিক চেষ্টাই বা করবে কেন?

মজুরদের মধ্যে কয়েকজন। তবে আপনিই হলেন বাবু আজকের সভাপতি। (সকলে একবাক্যে সম্মত হইল। নরেন একটা চাতালের উপর উপবেশন করিল।)

নরেন। তোমাদের জানা দরকার সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কোন কাজ করতে না পারলে তোমাদের ন্যায্য দাবী কেউ মেনে নেবে না। তোমাদের যে পেটে ভাত নেই এবং চালের দাম দিয়ে কাঁকর খাওয়ানো হচ্ছে, পচা আটা খাচ্ছ, এর প্রতিকার একমাত্র তখনই হ'তে পারে যখন তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে দাবী জানাতে পারবে। আজও তোমাদের অর্দ্ধেক লোক সঙ্ঘের ভেতরে আসেনি। তারা মিল মালিকদের ভয় করছে। তোমাদের মধ্যে যেটুকু সঙ্ঘবদ্ধতা এসেছে তাকেও নষ্ট করার জন্যে মালিকদের টাকা খেয়ে গুপ্তচর ঘোরাঘুরি করছে। তোমরা সাবধান, যেন ভাঙন না ধরে। আর একটা কথা। কারখানার ম্যানেজার ও মোটা মাইনের চাকুরেরা নিজেদের চাকরীর খাতিরে তোমাদের দুঃখ মালিকদের কাছে জানায়ও না। সুতরাং তোমাদের সঙ্ঘ থেকে অন্ততঃ দেওয়ালে টাঙানো খবরের কাগজ বার করতে হবে, যাতে, তোমাদের অভিযোগ লেখা থাকবে এবং মালিকের চোখে পড়বে। সরকার পয়সাওয়ালা লোকদের অন্যায় দাবীও মেনে নেবে কিন্তু তোমাদের ন্যায্য দাবীও মেটাবার চেষ্টা করবে না। তোমাদের ভেতর থেকেই আমি কাউকে কাউকে সুখদুঃখকে অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে মেনে নিতে শুনলাম। বলতে পারো, বড়লোকদের বরাবরই অবস্থা ভাল থাকবে এবং কিষাণ মজুরদের বরাবরই অবস্থা খারাপ থাকবে এটাকে অদৃষ্টের

দোহাই দিয়ে তোমরা কতদিন মেনে চলবে? আত্মবিশ্বাসী হও, তাদের যদি মোটর চড়ার অধিকার থাকে, তোমাদের অন্ততঃ ভালভাবে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকবার অধিকার আছে। নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন থাকা দরকার। নিজের পরিশ্রমের অর্থই গৌরবের জিনিষ। তোমাদের পরিশ্রমকে খাটিয়ে, তোমাদের বঞ্চিত করে যে শ্রেণীর লোক নিজেদের ঐশ্বর্য্য ভোগ করছে, তাদের বিরুদ্ধে আজ সঙ্ঘবদ্ধভাবে দাঁড়াবার দরকার হ'যেছে। জানো, তোমাদেরই মিলের ধারে কয়েক হাজার মণ চা'ল পুঁতে ফেলা হ'য়েছে? একদিকে তোমাদের বঞ্চনা করা, অন্যদিকে খাদ্যশস্যের অপচয়, এই অধর্ম্মের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে, এর প্রতিকার চাই। (মজুরদের মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনা দেখা যাইতে লাগিল। নরেন বলিয়া যাইতে লাগিল) তোমরা মানুষের মধ্যে মানুষের মত বাঁচতে চাও কি না—

মজুরগণ। (উচ্চৈঃস্বরে) নিশ্চযই চাই।

নরেন। তোমরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে নিজেদের দাবী জানাতে পারবে কি না—

মজুরগণ। নিশ্চয়ই পারবো (উচ্চৈঃস্বরে)

নরেন। তোমাদের খাটিযে দিনের পর দিন একদল লোক বিলাসিতা করবে আর তোমাদের না খেয়ে, না পরে অসুখে বিনা চিকিৎসায় মরতে হবে এর প্রতিকারের জন্যে দরকার হলে মরতেও রাজী আছো কি না।

মজুরগণ। নিশ্চয় আছি। (উচ্চৈঃস্বরে)

নরেন। তোমাদের মিলের মালিক কলকাতার বিখ্যাত ধনী রাজেন বোস। তোমাদের ঐ ঝাণ্ডা নিয়ে কাল আমার সঙ্গে মিল-মালিকের বাড়ী দেখা করবে এবং প্রতিকার না হওয়া পর্য্যন্ত ঝাণ্ডা নীচু করবে না। বল, জয় মজুর সঙ্ঘের জয়।

মজুরগণ। জয় মজুর সঙ্ঘের জয়, জয় মজুর সঙ্ঘের জয়!

দ্বিতীয় দৃশ্য

(নরেনদের গ্রামের বাড়ীতেই চিত্রা একটি অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে। মেঝেতে মাদুরের উপর ছাত্রীরা বসিয়া পড়াশুনা করিতেছে। চিত্রা তাহাদের শিক্ষাদান করিতেছে। চিত্রা "তোমরা" বলিয়া সম্বোধন করে না কারণ তাহাতে "তোমরা" ও "আমরা"র মধ্যে একটা পার্থক্য আসিয়া পড়ে। সে নিজেকে ইহাদেরই একজন বলিয়া মনে করে।

স্কুল বসার পূর্বে এই সঙ্গীতখানি কোরাসে গাওয়া হইল।)

গান

দেশের কাজে মরছে যারা
তাদের কথা ভুলিস নারে।
স্বার্থপরের মত তোরা
নিজের কথাই ভাবিস নারে।
স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় স্বজন
তাদের ফেলে যাবজ্জীবন
পোকা ধরা মোটা চালে
জেলে যাদের জীবন কাটে
দেশের কাজে মরছে যারা
তাদের কথা ভুলিস নারে।
তোর বাড়ীতে আছে গাড়ী
আছে না হয় বাগান বাড়ী
শাড়ীর পরে শাড়ী ওড়ায়
তোদের বাড়ীর মেয়েছেলে।

যাদের ত্যাগে তোদের এ সুখ
তাদের কথা ভুলিস নারে ॥
আজকে যারা পাচ্ছে সাজা
তারাই হবে দেশের রাজা
চুনো পুঁটি সব ভেসে যাবি
রুই কাতলা এলে পরে।
দেশের কাজে মরছে যারা
তাদের কথা ভুলিস নারে ॥

(সকলে সঙ্ঘবদ্ধভাবে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিল)

চিত্রা। আমরা যে দেশে বাস করছি তার নাম কি ?

১ম বালিকা। রামনগর।

চিত্রা। (হাসিয়া) না, রামনগর শুধু আমাদের গাঁয়ের নাম। আমাদের দেশ হ'ল ভারতবর্ষ, আমাদের দেশে এইরকম গাঁ প্রায় সাত লক্ষ আছে, আর আমাদের বাংলাদেশে আছে নব্বই হাজার। (২য় বালিকাকে লক্ষ্য করিয়া) আমাদের জাত কি ?

২য় বালিকা। দিদিমণি, আমি বামুন, ঐ সুধা হ'ল—

চিত্রা। (২য় বালিকাকে বাধা দিয়া) না, ওকে জাত বলে না।

৩য় বালিকা। (হঠাৎ বলিয়া উঠিল) আমরা হিঁদু দিদিমণি।

চিত্রা। শোনো, হিন্দু মুসলমান জাত নয়। ও দুটো হ'ল ধর্ম্ম। তোমরা—

৪র্থ বালিকা। আমরা বাঙালী দিদিমণি।

চিত্রা। হ্যাঁ, আমরা বাঙালী জাতি। আমাদের আচার ব্যবহার পোষাক প্রভৃতি একরকম। একই ভাষায় কথা বলি, একই জায়গায় থাকি, একই সঙ্গে চলাফেরা করি, বাঙলার উন্নতি অবনতির সঙ্গে

আমাদের সুখ-দুঃখ জড়িত—সুতরাং আমরা বাঙালী জাতি। তবে দেশ আমাদের ভারতবর্ষ জানবে, এরকম অনেকগুলো জাতি নিয়ে আমাদের দেশ হ'য়েছে। (নির্দ্দেশ করিয়া) এই দেখো বাংলার ছবি, একে মানচিত্র বলে। মানচিত্রের ডানদিক পূর্ব্ব, বাঁদিক পশ্চিম, উপরদিক উত্তর ও নীচের দিককে দক্ষিণ দিক বলে। দেখো এই সমস্তটা আমাদের দেশ ভারতবর্ষ, আর এই টুকু হ'ল বাঙলা। আমাদের দেশের উত্তরে হিমালয় পাহাড়, দক্ষিণে ভারত সাগর, পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ ও পশ্চিমে আফগানিস্থান, ইরান ও আরব সাগর।

(এমন সময় বিদ্যালয়ের সামনের রাস্তা দিয়া নরেনকে আসিতে দেখিয়া চিত্রা একটু বিস্মিত হইল। নরেন কলিকাতায় গিয়াছিল দিনকতক থাকিবে বলিয়া কিন্তু হঠাৎ ফিরিয়া আসিতেছে। একটা কিছু বিপদ ঘটিয়াছে মনে করিয়া চিত্রা সেদিনের মত বিদ্যালয়ের ছুটী দিয়া দিল এবং তাদের গ্রামের গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। উভয়ে প্রায় একই সঙ্গে গৃহে প্রবেশ করিল। নরেনকে হাসিতে দেখিয়া চিত্রা একটু আশ্বস্ত হইল। তারপর নরেন ও চিত্রা কথোপকথনে নিরত হইল)।

তৃতীয় দৃশ্য

(গ্রামের বাড়ীতে নরেন ও চিত্রা)

নরেন। আমাদের গৃহের ঐশ্বর্য্যের মধ্যে আমার নিজের থাকতে যেন সত্যই গায়ে কাঁটা বেঁধে, বিশদৃশও দেখায়। তবুও মাঝে মাঝে ওখানে যেতে হয়। নিজেকে একেবারে বিলিয়ে দিতে না পারলে দেশের কাজে লাগা যায় না—কিন্তু প্রতিবন্ধক হচ্ছে—

চিত্রা। —আমি!

নরেন। (হাসিয়া) বলতে চেয়েছিলাম পরিবার। তবে ব্যক্তিগত হিসাবে চিত্রা নও, জাতি হিসাবে নারীজাতি!

চিত্রা। আমি ত তোমার ঘরে যেচে আসতে চাইনি, তোমরাই নিয়ে এসেছ। বাবাও তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডেল দেখে ভুললেন—

নরেন। আর আমার মাও তোমার মধ্যে লক্ষ্মী সরস্বতীর সমাবেশ দেখে নরেনের মত দুষ্ট নারায়ণকে জব্দ করতে চাইলেন।

চিত্রা। জব্দ ত তুমি হলে কত, বরং বেড়েই চলেছ (হাসিতে হাসিতে—), তবে তোমার ইচ্ছে হয় আমায় ছেড়ে দাও, তোমার দেশ সেবার পথে বাধা হতে চাইনা (একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া) তবে বাপের বাড়ী আমি যাবোনা, এখানেও থাকবো না। পেটের ভাত করে নেওয়ার মত দু-পাতা লেখাপড়া শিখেছি।

নরেন। অভিমান? মেয়েরা দেখছি সব এক ছাঁচে ঢালা কি—শিক্ষিতা আর কি অশিক্ষিতা। আচ্ছা রাগ না করে ভেবে দেখো। বিবেকানন্দ বিয়ে করেন নি, জহরলাল দেশের কাজে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেছেন বিপত্নীক হওয়ার পর, আমাদের শ্যামাপ্রসাদও পত্নীপ্রেমে বঞ্চিত হওয়ার পর থেকে দেশপ্রেমে লাগতে পেরেছেন। স্ত্রী, পুত্র, পরিবার যে সময়টা নিতো, সে সময়টা দেশের কাজে এঁরা নিয়োজিত করেছেন। তবু তো সুভাষ বাবুর উদাহরণ এখনও দিইনি!

চিত্রা। নিজের যুক্তির অনুকুল না হলেই সে সব উদাহরণ বাদ দিতে হবে কেমন? সি, আর, দাশ, জে, এম, সেনগুপ্ত, এঁরা? মেয়েদের ত একটাও উদাহরণ মনে এলোনা। সরোজিনী নাইডু, বাসন্তী দেবী! রবীন্দ্রনাথকে এইজন্যেই কাব্যের উপেক্ষিতা লিখতে হ'য়েছিল! (হাসিতে লাগিল)

নরেন। মেয়েরা আবার ত্যাগী হবে! নিজের স্বামী পুত্রকে দশরকম আহার্য্য সাজিয়ে যখন তারা যত্ন করে খাওয়ায় তখন তারা দেশের ক্ষুধিত নরনারীদের কথা একবার চিন্তা করে কি? অবশ্য--তাকে কি বলে?— হাঁ। প্রেম বা ভালবাসার কোন মূল্য নেই তা আমি বলছি না—

চিত্রা। তোমরা কোনদিন তা না খেয়ে উঠে গিয়েছ? (চিত্রা হাসিয়া উঠিল। নরেনও হাসিল, কোন জবাব দিল না।)

নরেন। তোমরা যখন ২০০ ভরির গহনা গায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াও তখন ওদের কথা মনে হয় কি?

(চিত্রা কোন কথা না বলিয়া শুধু দুগাছি সোনার রুলি সমেত হাত দুটী বাড়াইয়া দিল, উভয়েই হাসিয়া উঠিল।)

চিত্রা। তুমি জানবে চিত্রা, দেশের অধীনতার মূলে বাঙালী অনেকখানি দায়ী ছিল, সেইজন্যে দেশের স্বাধীনতাও বাঙালীকেই এগিয়ে আনতে হবে। (একটু থামিয়া) তা ছাড়া বাঙালী ছাড়া ভিটে মাটী উৎসর্গ করে আর কেউ ত্যাগ স্বীকার করতে পারে না। সবদিক বজায় রেখে রাজনীতিক হওয়া যায়, দেশপ্রেমিক হওয়া যায় না। বাঙালী ছাড়া চিত্তরঞ্জন হতে পারে না, বাঙালী ছাড়া প্রফুল্লচন্দ্র হ'তে পারে না—

চিত্রা। বাঙালী ছাড়া নরেন রায় হ'তে পারে না—

নরেন। বাঙালী ছাড়া চিত্রাও হ'তে পারে না।

(হঠাৎ তাহাদের আলোচনা বন্ধ হইয়া গেল। দেখা গেল দূরে গ্রামের সর্দ্দার রহিম অন্য ২।৪ জনকে সঙ্গে করিয়া নরেনদের বাড়ীর দিকে আসিতেছে। নরেন অগ্রসর হইয়া তাহাদের গৃহাঙ্গনে বসাইল, কিছু ছোলাভিজা ও গুড় খাইতে দিল, তারপর তাহাদের খবর জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল)

নরেন। কি খবর রহিম।

রহিম। রাজেন জমিদার ত' দা'ঠাকুর শাসিয়ে গেছে যে ধান বিক্রী না করলে বা খাজনাপত্র না দিলে লাঠিয়ে আদায় করে নেবে।

নরেন। হুঁ। (একটু হাসিয়া) আচ্ছা তোমরা এতগুলো লোক ধান বিক্রী করে দিয়ে না খেয়ে মরবে তবু লাঠির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না ?

রহিম। আগের শক্তি থাকলে আমি একাই লড়তাম দা'ঠাকুর। সারা গাঁয়ের লোক ত না খেয়ে আধমরা হয়ে আছে।

নরেন। না খেয়েও মরছ, না হয় লাঠির ঘায়েতেই মরবে। মৃত্যুটাকে সহজ ভেবে নিয়ে যদি অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেও পারো তাহলে তোমাদের জয় হবেই।

চিত্রা। তোমাদের কোন ভয় নেই রহিম। জানবে দুনিয়ায় ভীরু লোকের স্থান নেই। ভগবান তাদেরই সাহায্য করেন যারা নিজে স্বাবলম্বী হতে শিখেছে, যারা অদৃষ্টকে বিশ্বাস করেনা, নিজের কাজ দিয়ে অদৃষ্টকে বাঁধতে শিখেছে। আমরা তোমাদের সামনে থাকবো। তোমাদের এগুতেই হবে।

(নরেন হঠাৎ কৌতূহল ভাবে একবার চিত্রার দিকে চাহিয়া দেখিল। রহিম নরেন ও চিত্রাকে প্রণাম করিয়া বলিল—)

রহিম। তবে তাই হোক দাদা বাবু, রহিম এখনো মরেনি।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(কলিকাতায় প্রতিমাদেবীর পূজার ঘর। সম্মুখে লক্ষ্মী-নারায়ণের পটমূর্ত্তি, পুষ্পমাল্যে শোভিত। পূজা সমাপ্ত হইয়াছে, প্রতিমাদেবী গীতা পাঠ করিতেছিলেন—

পরিত্রানায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাং
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে

শেষ করিয়া প্রণাম করিলেন। উঠিয়া মৃত স্বামীর ফটোর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন—

তোমার আদর্শে ছেলে দুটীকে গড়বার দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিল, একটি মানুষ হ'ল আর একটি হ'ল অমানুষ, অপরাধ নিও না। (নমস্কার করিলেন)

(এমন সময় ব্যস্ত হইয়া সুরেন তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিল)

সুরেন। মা একটা জরুরি কথা আছে।

প্রতিমা। (মৃদু হাস্য করিয়া) কি বল বাবা।

সুরেন। মায়ের ছোট ছেলেই আদরের হয় জানি, আমার বেলায় ত সবই উলটো। তুমি ত দাদাকে এমন ভাবে মাথায় তুলেছো যে ব্যবসা ত সব সিকেয় উঠলো এবার। (পায়চারি করিতে লাগিল)

প্রতিমা। কেন কি হল' আবার। ছেলেবেলায় তোমাদের কখনও ঝগড়া-বিবাদ হয়নি, আর আজকাল এ কি সুরু করেছো।

সুরেন। জানি তুমি একথা বলবে, সুরু আমি করলাম? আর ওদিকে দাদা যে গ্রামে গিয়ে চাষীদের ক্ষেপিয়ে চাল বিক্রী করা, খাজনা দেওয়া বন্ধ করেছে, কারখানায় গিয়ে কুলী মজুরদের আমাদের

বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছে, এগুলো কি? সরকারের যুদ্ধের দরুন কণ্ট্রাক্ট সাপ্লাই করতে না পারলে একেবারে শ্রীঘর যেতে হবে তা জানো? রাজেন এখনি যাবার জন্যে ফোন্ করে সব বলল। দাদা যত কলের মজুরদের নিয়ে তার বাড়ীর সামনে কি সব হাঙ্গামা বাধিয়াছে। চললাম, দেখি কি কাণ্ড করে বসলো।

প্রতিমা। যদি সেরকম গোলমালের সম্ভাবনা দেখো ত আমার নাম করে বলো যে আমি ডাকছি, আমার নাম শুনলে সে যতই ব্যস্ত থাকুক না কেন, না এসে থাকতে পারবে না।

সুরেন। তাই হবে, ওই বাইরের লোক দেখানো মাতৃভক্তি দেখাতে পারি না বলেই তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি।

প্রতিমা। (একটু বিষাদের হাসি হাসিয়া) দেখ সুরেন, মার কাছে সব ছেলেই সমান। একই রকম কষ্ট করে তোমাদের দুজনকেই মানুষ করেছি এটা কি আজও বলতে হবে?

সুরেন। ও শুধু তোমাদের মুখের কথা। সাধারণতঃ দেখে থাকি যে ছেলে রোজগার করছে তার দিকেই মায়ের টান থাকে, আমার মত হতভাগাদের বেলাতেই দেখি যে ছেলে সর্ব্বস্ব নষ্ট করতে চায় তার দিকেই মা বেশী টানে। (চাকরে আসিয়া সংবাদ দিল আবার টেলিফোন আসিয়াছে। সুরেন প্রতিমার ঘর হইতে বাহির হইয়া নিজের ঘরে গেল, প্রতিমা অনুসরণ করিলেন। নিজের ঘরে যাইতে যাইতে বলিতে লাগিল রাজেনই আবার রিং করছে, আর কে করবে। তারপর নিজের ঘরে আসিয়া ফোন ধরিয়া)

সুরেন। কে রাজেন? কি? দাদা জানতে পেরেছে যে আমার গুদামে চাল আছে?—হ্যাঁ, হ্যাঁ—তারপর? কোথা থেকে জানলো এ খবর? হ্যাঁ, আমি এখনি বেরুচ্ছি।

(প্রতিমা এতক্ষণ পিছনে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সুরেন দেখিতে পায় নাই। রিসিভারটা রাখিয়া দিয়া দ্রুতবেগে রাজেনের বাড়ীর দিকে চলিল। মোটর দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল)

প্রতিমা। (স্বগতঃ) সুরেনের গুদামে চাল? আমার কাছে বরাবর অস্বীকার করে এসেছে।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(রাজেনের বাড়ী। সামনে শ্রমিকদের কাছ থেকে মাঝে মাঝে "শ্রমিক সঙ্ঘের জয়" চীৎকার শোনা যাইতেছিল। সামনে সুরেনের গাড়ী আসিতে দেখিয়া শ্রমিকেরা উত্তেজিত হইয়া দু-চারটী ইট পাটকেল ছুড়িতে লাগিল। তাহা দেখিয়া নরেন বাহিরে আসিয়া বলিয়া উঠিল)

নরেন। তোমরা শান্তভাবে না থাকলে চলবে না, উত্তেজিত হলে বা মারপিট করলে কাজে বিঘ্ন ঘটবে। তোমরা শান্ত হও। এই বলিয়া দক্ষিণ হস্ত উঠাইতেই জনতা একেবারে নিস্তব্ধ হইল। রাস্তা খোলা পাইয়া সুরেনের গাড়ী রাজেনের বাড়ীতে প্রবেশ করিল। লৌহ ফটক আবার বন্ধ হইয়া গেল। সুরেন ও নরেন কথাবার্ত্তায় নিরত)

নরেন। সুরেন, এইমাত্র রাজেন আমার কাছে সত্য কথা স্বীকার করতে বাধ্য হল যে তোমার ও রাজেনের যৌথ কারবার চলছে এবং কয়েক হাজার মণ চাল তোমার গুদামে আছে, একথা সত্য?

সুরেন। হ্যাঁ, সেতো মিলিটারী সাপ্লাইয়ের জন্য।

নরেন। গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে যা চুক্তি আছে তার বাইরেও মিলিটারী সাপ্লাইর নাম করে তোমরা লাভের জন্য চাষাদের মেরে চাল জমা করে

রেখেছ। সুতরাং দেশের দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী তোমরাও কিছু কম নও।

সুরেন। তা আমাকে যদি অর্ডার নিয়মিত সাপ্লাই করতে হয় ত মাল ত' জমা করতেই হবে ?

নরেন। ওসব বাজে কথা অপরকে বোঝাবে। তুমি গভর্ণমেণ্টকে ৫০০০ মণের জাযগায় ৫০০ মণ চুক্তি করলে, তাবা তোমায় ৫০০০ হাজারের জন্যে বাধ্য করত না, চাষীদের মেবে তাদের চাল এনেছ, সেই চাল গুদামজাত করে গবীব দীন মজুরদের মারছ, ব্যবসা য বা করে তাদের কি ধর্ম্ম নেই ?

সুরেন। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্টির হতে গেলে—

নরেন। (বাধা দিয়ে) শোনো, সুরেন, এত বড় বিরাট একটা ব্যবসা যে তুমি এত অল্প সময়েব মধ্যে গড়ে তুলেছ সেটা আমি জানতাম না। সৎপথে উপার্জ্জন কবলে এত অল্প সময়ে এত বড় ব্যবসা কখনও সম্ভব নয়। তোমার ব্যাঙ্কেব টাকায় মেশিন কিনেছো, কযলার খনিব কয়লায় মেশিন চালিয়েছ, দেশের চাষীদের দুর্দ্দশার সুযোগ নিয়ে সস্তায় চাল কিনেছো, বেকাব সমস্যার সুযোগ নিয়ে আধপেটা খরচ দিয়ে মজুর সংগ্রহ করেছো।হয় তোমাকেই এর প্রতিকার করতে হবে, নয়ত মজুরবা নিজেই প্রতিকারের ভার নেবে।

সুরেন। তুমি কি ভাযেব বিরুদ্ধে এমনি ভাবেই দাড়াবে ? তোমারই বা এতে স্বার্থ কি ?

নরেন। (হাসিয়া) তোমায ত প্রথমেই বলেছি যে আমি জানতাম না এসব তোমার কাজ, আর এখন জানার পরও আমায় ঐ কাজই করতে হবে। মানুষকে বড় করে দেখা দরকার। সব সময়ই যে আমাদের সুবিধে ও স্বার্থের হিসাব-নিকাশ করে চলতে হবে তার কোন মানে নেই।

সুরেন। আমারাও ত মানুষ, না কি। আমাদের দিকটাও ত দেখবে।

নরেন। না, তোমরা মানুষ নও এবং পারিবারিক স্বার্থও আমার কাছে বড় নয়। জানো, তোমার—তোমার মানে শুধু নরেনের ভাই সুরেনের নয়, তোমাদের ধনিক সম্প্রদায়ের—বিশ জোড়া সুট, ওদের ছেঁড়া কাপড়, তোমাদের দশ জোড়া জুতো, ওদের খালি পা; তোমাদের অজস্রবার চব্যচষ্য আহার, ওদের দিনে একবার ডালভাত বা ডালরুটী। তোমাদের দু-মহলা বাড়ী—প্রত্যেকের গড়-পড়তা তিন-চারখানা ঘর, ওদের ফুটো টিনের চালা—চোখের সামনে কি এখনও ভাসছে না যে দেশের বড়লোক হয়ে দেশের গরীবদের জন্য কি করেছ? আর যখন করনি তখন ওরাই এই সমস্যার সমাধান করতে চায়।

সুরেন। তুমি কি বলতে চাও যেমন আমরা রোজগার করি তেমনি দান-ধ্যান কিছুই করি না।

নরেন। তা বলছি না। স্বীকার করছি রামকৃষ্ণ মিশনের মত বহু প্রতিষ্ঠান তোমাদের অর্থে জনসেবা করার সুযোগ পাচ্ছে কিন্তু কেন এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের দরকারই বা হবে। যাদের দান করবে তাদের কাজ দাও, ভাল পারিশ্রমিক দাও যাতে নিজেদের অভাব নিজেরাই মেটাতে পারে; ওদের শিক্ষায় দীক্ষায় মানুষ করে তোলো; দেশের একটা বৃহৎ অংশই যদি ওই অবস্থায় পড়ে থাকে তাহলে দেশ কি কোনদিন স্বাধীন হবে? দেশের লোকের দিকে যদি দেশের লোক হয়ে না তাকাবে তবে বিদেশীরা কেন দেখবে বলতে পারো? তোমার গুদামের যে চাল আছে তা দান করতে না চাও ন্যায্য দামে ছাড়ো, ওরা খেয়ে বাঁচুক।

(ঘরে টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। প্রতিমা ভয়ানক চিন্তিত হইয়া ফোন করিতেছেন, নরেন ফোন ধরিয়াছে)

নরেন। কে মা? কি খবর? হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমিও চালের খবর জানতে পেরেছো? কি? চালের গুদাম তুমি খুলিয়ে দেবে? মজুরদের নিয়ে আমি যাবো? আচ্ছা, বেশ! বেশ!

(রাজেন হতাশ হইয়া কতকটা বা ভয়ে, ইজি চেয়ারে শুইয়া ছিল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া নরেন মায়ের কথা সমস্ত জানাইল এবং উঠিয়া শ্রমিকদের লইয়া তাহাদের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। সুরেন অন্য পথে ইতিপূর্ব্বেই গাড়ীতে করিয়া বাড়ী আসিয়াছে। 'জয় শ্রমিক সঙ্ঘের জয়' বলিতে বলিতে ঝাণ্ডা হাতে লইয়া নরেনকে পুরোভাগে লইয়া শ্রমিকদল অগ্রসর হইতে লাগিল। বাড়ীতে আসিয়া নরেন সুরেনকে একবার ভালভাবে লক্ষ্য করিল, তারপর "মা" "মা" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, মাকে খুঁজিয়া পাইল না)

(সুরেন নরেনের পিছনে পিছনেই আসিতেছিল। বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়াই নরেনের সামনে আসিয়া উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিল।—)

সুরেন। এ হ'তে পারে না দাদা, মার হুকুম হ'লেও না, মাকে বৃথাই ডাকৃছ।

নরেন। এখনও না? তোমরা কি মানুষ? ওদের কয়েকজন কর্ম্মচারীকে মিছামিছি বরখাস্ত করা হয়েছে। ওরা কাঁকড় মিশ্রিত চালের অভিযোগ জানালে গ্রাহ্য করা হয়নি। ওদের চেহারা দেখেছ, সারাদিন খেটে আর না খেতে পেয়ে কি হয়েছে? তোমাকে ও রাজেনকে ওদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে, ওদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য হাসপাতাল চালাতে হবে তোমাদের খরচে, ভবিষ্যতের সংস্থানের জন্য ইনসিওরেন্স ব্যবস্থা করতে হবে, ওদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় তোমাদেরই পয়সায় চালাতে হবে, ওদের সুখে থাকবার জন্য মাইনে বাড়াতে হবে—ওদের জীবনেও সিনেমা,

থিয়েটারের প্রয়োজন আছে, ভালমন্দ জিনিষ খাওয়ার অধিকার আছে। এর জন্যে আর্থিক সংগতি ওদের চাই।

সুরেন। অর্থাৎ, যা আমরা যৌথ কারবারে করেছি তা সব ওদের জন্যে দিয়ে আমরা লোটা ও কম্বল নিয়ে অরবিন্দ আশ্রমে চলে যাই, এইত!

নরেন। তুমি ভুল করছ সুরেন। এগুলো তোমার দয়ার দান নয়। তুমি ওদের পরিশ্রমের পয়সা ভোগ করতে পারো না। তুমি যেমন মস্তিষ্কজীবি ওরাও শ্রমজীবি। তোমার অধিকার ওদের চেয়ে খুব বেশী হতে পারে না। তোমার পয়সার উপর ওদের অধিকার আছে এবং কর্ত্তব্য হিসাবেই তোমায় এসব করতে হবে। ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের সুযোগ মানে এই নয় যে তুমি অন্যকে বঞ্চিত করে ভোগ করবে। যতক্ষণ ওরা ভালভাবে খেতে না পাচ্ছে ততক্ষণ তোমার ভোগে থাকার অধিকার নেই, যতক্ষণ ওরা ভালভাবে পরতে না পারছে তোমার র‍্যানকিনের বাড়ীর পোষাক বা মেয়েদের হ্যামিলটন ও সরকারদের দোকানের গহনা পরবার অধিকার নেই।

(নরেন শান্তভাব ধারণ করিল শ্রমিকের দল গেটের বাহির হইতে "বন্দেমাতরম্" "শ্রমিক সঙ্ঘের জয়" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল সুরেন জানালা হইতে শ্রমিকদের দলবদ্ধ দেখিয়া একটু ভীত হইল, অন্য ঘরে যাইয়া বন্দুকটা ঠিক আছে কিনা দেখিয়া লইল। পরমুহূর্ত্তে ফিরিয়া আসিয়া প্রতিমাকে ডাকিয়া বলিতে গেল 'মা—' দেখিল প্রতিমা ঘরে নাই। নরেনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বলিল)

সুরেন। আমি ঠিক করেছি আমার স্বোপার্জ্জিত অর্থ কেউ লুঠ করতে এলে তাকে শাস্তি দেবো। দরকার হলে গুলি করতেও কুণ্ঠিত হব না। (বন্দুকটা তখনও তার হাতে আছে) ওরা দু-একশ টাকা চায় তুমি দিয়ে ওদের ভাগিয়ে দিতে পারো।

নরেন। গুলি করতে হলে আগে আমায় করতে হবে, আমি ওদের দলে। যে সব ব্যবস্থা ওদের জন্যে করবার কথা বললাম, তাতে পঁচিশ হাজারের বেশী তোমাদের খরচ হবে না, তোমার ও রাজেনের ব্যাঙ্কের টাকা বহু লক্ষে গিয়ে ঠেকেছে। বল রাজি কি না ?

সুরেন। না।

নরেন। বেশ—। (নরেনের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(সুরেনের বাড়ীর নিকটেই চাউলের আড়ৎ। ক্রমশঃ শোনা গেল মজুরদের ভীড় সরিয়া যাইতেছে। চাৎকার আরও অস্পষ্ট হইয়া উঠিল। সুরেন উপরের জানলা হইতেই দেখিতে লাগিল। নরেন বাহিরে অন্য দরজা দিয়া বাগানের পিছন দিকে তাকাইয়া দেখিল তাহার মা সুরেনেব গুদামের নিকট দাঁড়াইয়া আছেন, ভীড়টা তাঁহারই সন্নিকটে একটু দূরে দাঁড়াইয়া আছে। বন্দুকধারী দরওয়ান গুদাম পাহারা দিতেছে)।

দরোয়ান। মাইঝি, হামকো মাফ কিজিয়ে, ইয়ে আমি কভ্ভি নেই সাখেঙ্গে। ছোটা বাবুকো হুকুম হ্যায়—

প্রতিমা। ছোট বাবুর হুকুম! আর আমি কেউ নই ? আমি আজ জানলাম এতে তোমরা চালের বস্তা রেখেছো, আর আমাকে জানিয়েছো কারখানার কয়লা বোঝাই আছে!

দারোয়ান। নেহি মাইঝি, চাওল কাঁহাসে মিলি ? হাম সাচ্ কহ্‌তে হেঁ।

প্রতিমা। (গম্ভীর ভাবে) মিথ্যে কথা বলবেনা রাম সিং। তুমি ছোটবাবুর পয়সায় মানুষ হওনি, ছোটবাবুর বাবা তোমায় খাইয়ে পড়িয়ে

মানুষ করেছে। আমি ছোটবাবুর মা। ছেলে বড় না মা বড়। তার হুকুম বড় হবে না আমার হুকুম বড় হবে।

দরোয়ান। আপহিকা ত নকর হায় হাম মাইঝি, লেকিন ছোট-বাবুকো ত নিমক হাম খাতে হে, কেইসে বেইমানি করে'—

প্রতিমা। একে বেইমানি বলে না রামসিং? তোমরা যাকে মনিব বলছ, সেই ছোটবাবুকে মানুষ করেছে বড়বাবু। সে আজ অকৃতজ্ঞ। গুদামের দরজা তোমায় খুলতে হবে, আমি খবর পেয়েছি ওতে চালই আছে এবং তা এদের দিতে হবে। (শ্রমিকদের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া)

দরোয়ান। (দূরে বারান্দায় একদিকে সুরেনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) আপকো পায়ের পর্ পড়ে মাইঝি এইসেন্ বাত মত্ বলিয়ে, উহ্ হামসে নেহি হোগা।

(আবার বাড়ীর ফটকের সামনে নরেনের সহিত দৃষ্টিবিনিময় হওয়ায় রামসিং একটু নরম হইয়া—)

হামারা কসুর ক্যা মাইছি, ছোটবাবুসে বলিয়ে, হাম্ আভি খুল দেঁতে হেঁ।

প্রতিমা। (ভয়ানক আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল) রা-ম-সিং, (রাম সিং একটু ভয় পাইয়া গেল) এই বাড়ীতে ছোটবাবুর হুকুমের চেয়ে ছোটবাবুর মা'র হুকুম বড়, তুমি ফটক খু-ল-বে কি-না, আমি জানতে চাই।

(ভয় পাইয়া বন্দুক নামাইয়া রাখিয়া দরোয়ান চাবি খুলিয়া দিল। গুদামে চালের বস্তা পর পর সাজোনো রহিয়াছে। প্রায় হাজার মণ হইবে।)

প্রতিমা। (মজুরদের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) তোমরা এই সব চাল নিয়ে যাও।

(মজুররা সাহস করিল না। নরেন আসিয়া পিছনে দাঁড়াই গুদামজাত চাল দেখিয়া অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিল।)

প্রতিমা। ভয় কোরোনা, একে চুরি বলে না, ডাকাতিও বলে না। তোমরা ডাকাতি করেও যদি নিয়ে যেতে তাহলেও কিছু বলবার ছিল না। তোমাদের মালিকের মা'র হুকুম—নিয়ে যাও।

নরেন। কোন ভয় নেই নিয়ে যেতে পারো। আমি তোমাদেরই একজন। তোমরা আমার দিকে চেয়ে অবাক হ'চ্ছ জানি, আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। তোমাদের মালিক আমার ভাই হলেও আমার জাত নয়। আমি তোমাদের জাতের। (শ্রমিকেরা প্রতিমার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল, নরেনেরও পায়ে হাত দিতে যাইতেছিল, নরেন কোল দিল। দরোয়ানকে হুকুম দিল লরি ড্রাইভারকে ডাকিয়া আনিতে, লরি ড্রাইভার আসিয়া সমস্ত দেখিয়া স্তব্ধ হইল। নরেন হুকুম দিল)

নরেন। এই সব চাল এদের বস্তীতে পৌঁছে দাও।

প্রতিমা। বড়বাবু যা ব'লছে তাই কর।

ড্রাইভার। যা হুকুম হল তাই করছি মা। ছোটবাবুর হাত থেকে বাঁচাবেন আমাকে।

প্রতিমা। সে দায়িত্ব আমার।

(চাল বোঝাই হইয়া লরী শ্রমিকদের সঙ্গে প্রস্থান করিল)

("বন্দে মাতরম" "শ্রমিক সঙ্ঘের জয়" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে শ্রমিকেরা লরী লইয়া প্রস্থান করিল)

———

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(চিত্রা বিদ্যালয়ের সামনের মাঠে মেয়েদের লইয়া খেলাধুলা করিতেছে। প্রথমে স্কিপিং হইল, তারপর দৌড়ানোর প্রতিযোগিতা, তারপর ব্রতচারী নৃত্য। যখন এই সকল খেলাধূলা হইতেছিল তখন মাধবী সহসা সহর হইতে একলা চিত্রার কাছে আসিয়া উপস্থিত।)

চিত্রা। (উৎকণ্ঠিত স্বরে) মাধু! তুমি একলা? ঠাকুরপো কোথায়?

মাধবী। আমি একলাই এসেছি, বাড়ীতে নানা অশান্তি, আর ভাল লাগলো না, তোমার কাছেই এখন থাকব।

চিত্রা। এটা ভয়নক অন্যায় হয়েছে, ঠাকুরপোর অমতে একলা আসা উচিত হয়নি। এতে আরও অশান্তির সৃষ্টি হতে পারে।

মাধবী। বড়ঠাকুরের সঙ্গে যে অসদ্ভাব সুরু করেছে দিদি, তার আমি প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। পয়সাই তার জীবনে এত বড় হল যে নিজের ভাই হল তার শত্রু। আমি তার হয়ে তোমাদের কাছে ক্ষমা চাইছি দিদি বড়ঠাকুর কি আমাদের ক্ষমা করবেন? (অশ্রু-মোচন)

চিত্রা। তুমি এত কাতর হয়ো না মাধু! তুমি পুরুষদের চেনো না। একটা মহান আদর্শের জন্যে যেমন তারা প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে, সামান্য এক হাত জমির জন্যে ওরা লাঠিবাজিও করতে পারে। পরকে ওরা যত শীঘ্র আপন করে, আপনকেও ঠিক তত শীঘ্র ওরা পর করে দেয়। এতে দুঃখ করে লাভ নেই।

মাধবী। আচ্ছা দিদি, একটা কথা। তুমিত জানো, এদের এই মনোমালিন্যের মধ্যে আমার কোন দায়িত্ব নেই। অথচ মা বলছিলেন, ছোট বউই ঘরটা ভাঙ্‌ল।

চিত্রা। দেখ বোন, সেকালের শাশুড়ীদের স্বভাবই হচ্ছে বৌদের দোষ একটু বেশী করে দেখা। আমাদের ওঁরা পরের মেয়ে বলে থাকেন, কিন্তু আমাদের মধ্যে মিলনের অভাব নেই। আর ওরা একই মায়ের সন্তান হয়ে কেউ বা আদর্শের জন্যে জীবন দিচ্ছে, কেউ বা পয়সার জন্যে অশান্তির সৃষ্টি করছে। মার কথায় কিছু মনে করো না।

মাধবী। আমি ত দিদি বেশী লেখা পড়া জানিনা, রামায়ণ পড়তে পড়তে চোখ দিয়ে জল এসে গেল—রাম লক্ষ্মণ, ওরা কি শুধু বইয়ের গল্প, আর কিছু নয়? আচ্ছা দিদি,—ওই, মার কথা বলছিলাম। খোকনের বৌকে আমি ও রকম করে দেখতে পারবো দিদি, না সেটা দেখাই উচিত।

চিত্রা। দেখো বোন, মার অনেক গুণও আছে জানোতো। জানি, পুত্রবধু যদি মেয়ের মত স্নেহ মমতা শাশুড়ীর কাছে না পায় তাহলে তার কতটা দুঃখ হয়, তাহলেও জেনো মাধু, দোষে গুণেই মানুষ। মার অনেক গুণও আছে দেখেছো—

মাধবী। সে যাই বল দিদি, আমি সংসারের এই অশান্তির মধ্যে আর থাকতে ইচ্ছা করি না। তুমিই ত শিখিয়েছ প্রত্যেক লোকের দেশের জন্যে, সমাজের জন্যে কিছু না কিছু করা দরকার। সুতরাং তোমার কাজের মধ্যে আমাকেও নিয়ে নাও।

চিত্রা। না বলে চলে আসাটা তোমার উচিত হয়নি বোন, এতে আরও অনর্থের সৃষ্টি হবে। ঠাকুরপো হয়তো কালই এসে হাজির হবে। এসেছ যখন উপস্থিত ত' চল। (প্রস্থান)

[পরদিন সকালে চিত্রা যখন মাধবীর সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে প্রায় স্কুলের কাছে আসিয়া পৌছিয়াছে এমন সময় সুরেন গ্রামের কাঁচা রাস্তা দিয়া এই দূর পল্লীগ্রামেও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। মুখে দুশ্চিন্তা ও ক্রোধের সমাবেশ, তারই স্ত্রীকে এই অবস্থায় তার ইচ্ছা ও মতের বিরুদ্ধে চিত্রার সঙ্গে দেখিয়া বিরক্তি।]

সুরেন। মাধবী!

(মাধবী ও চিত্রা চমকাইয়া উঠিল। মাধবীর চেহারার পরিবর্ত্তন হইল। মুখে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য। সোজা মুখের উপর চোখ রাখিয়া—)

মাধবী। কি বল!

সুরেন। তুমি জানো, আমি চাইনা যে আমার স্ত্রী এই চাষাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়ও চাষার মত মনোবৃত্তি হয়। আমার অমতে কোন সাহসে একলা তুমি এই গাঁয়ে আসতে সাহস করেছ?

চিত্রা। (হাসিয়া সংযতভাবে মাধবীকে লক্ষ্য করিয়া) মাধু, স্বামীর অবাধ্য হতে নেই, ওরই সঙ্গে চলে যাও। মতের অমিল হলেও মনের অমিল হতে দিওনা। নিজের ইচ্ছাকে স্বামীর ইচ্ছার কাছে বলি দাও, তোমরা এতেই সুখী হবে।

(মাধবী চুপ করিয়া রহিল)

সুরেন। আমি জানতে চাই যে তুমি এদের সঙ্গ ছাড়বে কি না? জানো, তুমি আমার সঙ্গে যেতে এবং ইচ্ছামত চলতে বাধ্য।

মাধবী। (একটু উত্তেজিত ভাবেই) স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ মানে এই নয় যে আমার স্বত্বাকে একেবারে বলি দিতে হবে এবং তোমার দাসী হয়ে থাকতে হবে। আমি দিদির কাছ থেকে দেশমন্ত্রে দীক্ষা নেবো স্থির করেছি। এতে বাধা দেওয়ার অধিকার তোমার নেই।

চিত্রা। মাধু, লক্ষ্মী বোনটী আমার, আবার বলছি, তোমার এ

পথে আসার এখনও সময় হয়নি। স্বামীর অনুমতি নিয়ে, দুজনে যদি একসঙ্গে কাজে নামতে পারতে কত সুখের হ'ত। একদিন আসবে যেদিন ঠাকুরপো তার নিজের ভুল বুঝতে পারবে। সেইদিনের জন্যে অপেক্ষা কর বোন, আজ যাও।

(মাধবী এখনও নীরব, চক্ষু অশ্রু বিগলিত)

স্বরেন। কথাটা কাণে গেল কিনা, আমি আপ্রাণ চেষ্টা করে যে সম্পত্তি অর্জ্জন করেছি তার অপব্যয়ের প্রশ্রয় যে দেয় তাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নেই, তারা যেই হ'ক না কেন। তুমি না আসতে চাও, ও বাড়ীতে আর জায়গা হবে না, এটা জেনে রাখবে।

(মাধবী বেশী কথা কহিল না। শুধু দৃঢ় দৃষ্টিতে স্বরেনের দিকে চাহিয়া জবাব দিল)

মাধবী। বেশ তাই হ'ক !

স্বরেন। বেশ ! (প্রস্থানোদ্যত)

চিত্রা। (মাধবীর হাত ধরিয়া) আমি তোমায় অনুরোধ করছি বোন, তুমি ঠাকুপোর সঙ্গে যাও, অবাধ্য হয়োনা। এর পরিণতি তোমার পক্ষে এবং আমাদের সংসারের পক্ষেও ভাল হবে না। উপস্থিত ওর কথাই শোনো, ভবিষ্যতে তোমরা দুজনেই একসঙ্গে দেশের কাজে নামবে এ বিশ্বাস আমার আছে। আজ তোমায় আমার কথা রাখতেই হবে। চল, আমি বরং তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসছি।

(মাধবী আর প্রতিবাদ না করিয়া অনিচ্ছার সহিতই চিত্রা ও স্বরেনের সঙ্গে সহরে ফিরিবার জন্য ষ্টেসনের দিকে অগ্রসর হইল।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কলিকাতায় নরেনের ঘর। চিত্রা মাধবীদের পৌঁছাইয়া দিয়াই পুনরায় রামনগর গ্রামে সেই রাত্রিতেই ফিরিয়া গিয়াছে। মাধবীকে একখানি চিঠি লিখিয়া গিয়াছে যে পরের দিন গ্রামে একটা কিষাণ সভা আছে বলিয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে হইল। সুরেন ও মাধবীর প্রবেশ]

সুরেন। রাত্রি দশটা বাজে, বৌদির ঘর খালি। ভদ্রঘরের বৌ দেশের কাজ করে বেড়'চ্ছে বললে কেউ বিশ্বাস করবে মাধু!

মাধবী। যারা তাকে জানে তারা বিশ্বাস করবে। তোমাদের মত কুৎসিৎ মনোবৃত্তি নিয়ে যারা দুনিয়ার সকলকে বিচার করতে চায় দিদি তার চেয়ে অনেক উপরে।

সুরেন। উপরে নীচের কথা হ'চ্ছে না, সামাজিক ভাল মন্দ দেখানোর কথা হ'চ্ছে। (রাগতঃ ভাবে)

মাধবী। আজ দেশের যা অবস্থা তাতে সামাজিক দৃষ্টিতে ভাল-মন্দের বিচার করার সময় নয়। যাঁরা 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতনের' ব্রত গ্রহণ করেছেন তাঁদের উদ্দেশ্য সফল হবার পর সামাজিক দৃষ্টিতে ভালমন্দ বিচারের প্রশ্ন আসবে। আজ যে, যখন, যে অবস্থায় ও সময়ে অবসর পাবে তাকে দেশের কাজের জন্যে ব্যস্ত থাকতে হবে।

সুরেন। (বিদ্রূপের সহিত) তুমিও বুকনি আওড়াতে শিখেছ, তোমাকেও ঘরে আর রাখা গেল না দেখছি।

মাধবী। (তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের চকচকে বাঁধান, ঝকে ঝকে অক্ষরে লেখা কেতাবে না থাকলেও, এ শিক্ষা জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েই শিখতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ থাকলেই শিক্ষা হয় না এটা বোধ হয় আজ আর বোঝাবার দরকার নেই।

(সুরেনের মুখের দিকে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে মাধবীও চাহিয়া রহিল)

সুরেন। মাও এতে খুব সুখী হবেন না জানো। তোমাদেরই প্রশ্ন করতে চাই—মায়ের ইচ্ছা বড় না দেশমাতার সেবা বড়।

মাধবী। দেশমাতার মধ্যেই মায়ের প্রতীক দেখতে পাবে, এ দু'য়ে কোন প্রভেদ নেই জানবে।

সুরেন। [কৃত্রিম হাসিয়া] তোমার কাছে আজ পরাজয় মানতে হ'ল; কার শিষ্য দেখতে হবে ত? [কুটীল দৃষ্টি নিক্ষেপ]

মাধবী। এ জয় আমার নয়, সত্যের জয়, ন্যায়ের জয় এবং আমায় যিনি দীক্ষা দিয়েছেন, আমার সেই দিদির জয়। দিদির বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই, তিনি তোমাদের সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীর অনেক বাইরে। (এমন সময় টেবিলের উপর মাধবীকে লিখিত চিত্রার চিঠিখানা মাধবীর নজরে পড়িল। মাধবী তাহা পড়িয়া সুরেনের হাতে দিয়া বলিল)

মাধবী। "এই নাও, তোমাদের মন কি ময়লা!

তৃতীয় দৃশ্য

[পরদিন সকালবেলা সুরেন ও মাধবী নিজেদের ঘরে কথাবার্ত্তায় রত। সুরেনের ঘরের চারিদিকে আসবাবপত্র সাজানো। মাধবী পাশে একটি চেয়ারে বসিয়া আছে এবং সুরেন পায়চারি করিতেছে]

সুরেন। তোমাকে আমি বারবার বলেছি মাধু, তুমি বৌদির সঙ্গে ঐ ছোটলোকগুলোর সঙ্গে মিশবে না, বংশের ইজ্জত নষ্ট করা তোমার পক্ষে উচিত নয়।

মাধবী। ছোটলোক বলে কি তারা মানুষ নয়? আমাদেরই মত সুখে আনন্দ, দুঃখে কষ্ট কি ওদের হয় না? আমাদেরই মত ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণায় জল কি ওদেরও প্রয়োজন নয়? আমাদের শরীরের রক্ত লাল আর ওদের শরীরের রক্ত কি কালো? [ব্যথিত হইয়া]

স্থরেন। দেখো, তোমার ওসব সেণ্টিমেণ্টের ব্যাপার ছেড়ে দাও, যা কখনও হয়নি তা আজও হবে না। কুথুরকে আসকারা দিলে মাথায় ওঠে। হ্যাঁ, তুমি কিছু দানছত্র করতে চাও, বল, আমি তার জন্যে তৈরী! দেশের একটা জমিদার ও শিল্পপতি স্থরেন রায়, তার স্ত্রী, তার প্রজা ও কর্ম্মচারীদের সঙ্গে হাসি, খেলা, গল্প, গুজোব করবে—এটা দেখতেও ভাল নয়, শুনতেও ভাল নয় এবং এ আমি সহ্যও করবো না। সেদিন চালের গুদাম উজার করা হল, আজ কারখানার শ্রমিকদের ক্ষেপানো হবে, আমার স্ত্রী—

মাধবী। [বাধা দিয়া] আমাদেরই দেশেত' শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সাম্যভাব গেয়েছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দের কথাও ত' হিন্দুধর্ম্মেরই সার—"মানুষকে ভালবাসো" [ব্যথিত কণ্ঠে]

স্থরেন। কম্যুনিজম্ ঘরেও এসে হাজির হ'ল। সাম্য আর সাম্য। আরে, মানুষে মানুষে কখনও সমান হয়, না হ'য়েছে?

মাধবী। হয়নি, তার কারণ তোমরাই তাদের দাবিয়ে রেখেছ, উঠতে দাওনি। আমি অশিক্ষিত, তোমরা দেশের ও দশের মধ্যে একজন, নিজেদের শিক্ষিত ব'লে প্রচার করে বেড়াও। বলতে পারো, সেদিন যে ব্যাপারটা বড়ঠাকুরের সঙ্গে করলে, একই মার পেটের ভাইত' তোমরা—তোমাদের ভেতরে ভেদটা কেন সৃষ্টি করছো। এর কি কোন মীমাংসা হয় না?

[স্থরেনের মনের মধ্যে বাল্যকালের স্মৃতিগুলি একে একে আসিতে লাগিল। দুই ভাই একসঙ্গে বিদ্যালয়ে যাইত, একসঙ্গে খেলা করিত, একসঙ্গে খাইতে বসিত, একবার তাহার অসুখে দিনের পর দিন রাতের পর রাত নরেন সেবা করিয়া তাহাকে বাঁচাইয়াছিল ইত্যাদি]

মাধবী। চুপ করে রইলে কেন? বাবা ত অনেকদিন মারা গিয়েছেন ওই বড় ভাই কি তোমায় আদর, স্নেহ, যত্ন দিয়ে মানুষ করেনি, তোমার পড়ার খরচ দেয়নি এবং তোমায় ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত করেনি? আমরা ত পরের মেয়ে, না হয় মন্দ হলাম কিন্তু তোমাদের মানিয়ে নেওয়া কি উচিত নয়?

[সুরেন তখনও ভাবিয়া যাইতেছে কত আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে নরেন নিজের খাবার হইতে তাহাকে খাওয়াইয়াছে, নিজে সাধারণ কাপড় জামা পড়িয়া সুরেনকে দামী কোট প্যাণ্ট কিনিয়া দিয়াছে, কত উৎ-সাহের সঙ্গে সুরেনের বিবাহ দিয়া আনিয়াছে ইত্যাদি]

মাধবী। আজ তোমার যা ঐশ্বর্য্য এবং যার জন্যে তুমি ভাইয়ের বিরুদ্ধে লাগতেও একটুমাত্র দ্বিধা বোধ করছো না, তাঁর স্নেহ ও ত্যাগ না হলে এর অস্তিত্ব কোথায় থাকতো?

[এমন সময় চাকর আসিয়া সংবাদ দিল যে রাজেনবাবু এসেছেন]

মাধবী। আর ঐ রাজেনবাবুই যত সর্ব্বনাশ করেছে, ওকে আমি বাড়ীতেই ঢুকতে দেবো না। [উঠিতে যাইতেছিল]

সুরেন। তুমি একটু যাও মাধু, ওর সঙ্গে আমার দু-একটা কথা আছে। [চাকরের দিকে তাকাইয়া রাজেনকে ডাকিতে বলিল। মাধবী অন্তঃপুরে চলিয়া গেল]

রাজেন। (রাজেনের প্রবেশ। সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে) সব ঠিক করে এসেছি। মামলা রুজু হয়ে গেছে। একেবারে ফৌজদারী। ওয়ারেণ্ট ইস্যু হয়েছে।

সুরেন। আমি ঠিক করেছি রাজেন, যে ভায়ে ভায়ে মামলা করবো না। মা এখনও জানেন না, মাধবীও জানে না, দাদাও জানে না যে এই মকর্দ্দমার মধ্যে পরোক্ষভাবে আমারও সাহায্য আছে। প্রকাশ

পেয়ে গেলে আমার আর লজ্জার শেষ থাকবে না। সংসারে একটা অশান্তির সৃষ্টি হবে।

রাজেন। আরে আমি এমনভাবে মামলা চালাবো যে এর মধ্যে তোমার নামগন্ধ থাকবে না। তোমার দরোয়ান প্রভৃতি কতকগুলো লোক শুধু সাক্ষী দেবে যে মারপিট করে ওরা চাল বার করে নিয়ে গেছে। (সুরেন ঘাড় নাড়িতে যাইতেছিল। তাহাকে ধমক দিয়া)

রাজেন। ডোন্‌ট্‌ বি কাউয়ার্ড। ঐ দশ হাজারটাকার চালে কমপক্ষে লাখ টাকা এসে যেতো! তোমায় এতে রাজী হ'তেই হবে—আর মামলা যখন চলবেই, তুমি থাকো বা না থাকো। যতক্ষণ পকেটে চেক বই আর ব্যাঙ্কে টাকা আছে ততক্ষণ রাজেন বোস্‌ ছাড়বে না! এত অহঙ্কার নরেনের, দাম্ভিক, বলে কিনা শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করে আমার কাছ থেকে ন্যায় ও সত্য বিচার আদায় করে নেবে? ছোঃ। বোঝেনা, ছাগলের দল হাজারটা একসঙ্গে হলেও ছাগলই থাকে, আর একটা হলেও বাঘ বাঘই থাকে।

সুরেন। আমি মন স্থির করে ফেলেছি রাজেন, ওতে আমি নেই। সত্যিই ত, শ্রমিকদের মেহনতের পয়সাই ত আমরা ভোগ করছি, ওদের জন্যে কতটুকু কর্ত্তব্য করে থাকি। তুমি ভাই যেতে পারো, এ বিষয়ে আমি স্থির প্রতিজ্ঞ।

রাজেন। (অপমান বোধ করিয়া) ওয়েল! ফ্রম এ মিলিয়নেয়ার টু এ কম্যুনিষ্ট? গুড. বাই। (রাজেনের প্রস্থান। মাধবীর প্রবেশ।)

মাধবী। পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম, অপরাধ নিও না। (মাধবীর চোখে জল। উভয়ের প্রস্থান)

ষষ্ঠ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(রামনগর গ্রামের পথ। গ্রামের ভিতর দিকে যাইতে হইলে একটি বিলাতী মিলিটারী ব্যারাকের পাশ দিয়া যাইতে হয়। গভীর রাত্রিতে চিত্রা একাকী সেই পথ দিয়া যাইতেছে। দূর হইতে কে যেন তাহার দিকে টর্চ্চ ফেলিল। মুহূর্তের মধ্যে দুইজন টমি তাহার নিকটে আসিতে লাগিল। চিত্রা তাহা লক্ষ্য করিল এবং তাহার ব্লাউজের অভ্যন্তর হইতে একখানি শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া পিছন দিকে হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল)

১ম টমি। (দ্বিতীয়কে) হোয়াট এ হ্যাণ্ডসম লেডি! (আরও নিকটে আসিয়া) মাই লভ্—মুহূর্তে চিত্রা সামনা সামনি ঘুড়িয়া দাঁড়াইয়া জবাব দিল)

চিত্রা। হোয়াট ডু ইউ ওয়াণ্ট্!

(চিত্রার ইংরাজিতে কথা শুনিয়া তাহারা একটু বিচলিত হইল। পর মুহূর্তেই দ্বিতীয় টমিটি চিত্রার হাত ধরিয়া ফেলিয়াই বলিল—,

২য় টমি। ওয়েল—

(তাহাকে আর কথা বলিবার সময় না দিয়া চিত্রা তাহার তীক্ষ্ণ ছুরিকাখানি তাহার হস্তে সজোরে বসাইয়া দিতেই উভয়েই চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—)

১ম ও ২য় টমি। (এক সঙ্গে) ও হোয়াট্ এ ডেঞ্জারাস লেডি!—(বলিতে বলিতে চিত্রাকে ছাড়িয়া দিয়া উভয়ে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। চিত্রা তাহাদের পলায়মান গতির দিকে লক্ষ্য করিয়া মৃদু হাসিয়া)

চিত্রা। সাহসী জাত বটে!

(তারপর সঙ্গে একটি বোরখা ছিল, তাহা দিয়া আপাদমস্তক আবৃত করিয়া ক্রমশঃ রহিমের গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে হইতে তাহার বাড়ীর সামনে আসিয়া হাজির হইল)

চিত্রা। (আস্তে আস্তে) রহিম ! রহিম !

রহিম। (ঘুম থেকে হঠাৎ উঠিয়া) কে ! কে !

চিত্রা। চুপ, আমি, তোমাদের দিদিমণি !

রহিম। (তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে আসিয়া) কি দিদিমণি, এত রাত্রে কি খবর।

চিত্রা। তোমাদের দা'ঠাকুরকে রাজেন বোস পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দিয়েছে, সে নাকি চাল লুট করতে সাহায্য করেছিল !

রহিম। কি ? সত্যি ?

চিত্রা। হ্যাঁ, এখন তোমাদের এক কাজ করতে হবে। তাকে খালাস করে আনতে হবে। সে হাজতে আটক আছে, গ্রামের লোকদের জড় কর।

রহিম। এখনি যাচ্ছি দিদিমণি, আমার লাঠিটা নিয়ে আসি।

চিত্রা। দেখো রহিম কাজটা খুব সোজা নয়. পুলিশের সঙ্গে লড়াই হবে, প্রস্তুত থেকো।

রহিম। দা'ঠাকুরের জন্যে জান দেবো দিদিমণি, কি বলছো।

(দেখিতে দেখিতে সমস্ত গ্রামের লোক লাঠি সড়কি লইয়া জড় হইয়া থানার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(বিচারালয় লোকে লোকারণ্য। নরেন কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া আছে। বিচারক নিজের আসনে উপবিষ্ট—ধীর ও শান্ত প্রকৃতি বলিয়া অনুমিত হয়। চারিদিকে পুলিশ বাহিনী, বাহিরেও সশস্ত্র প্রহরী ভীড়কে সংযত করিতেছে। নরেনের পক্ষে কোন উকিল নাই, নরেন নিজেই জবান

বন্দি দিতেছে। বিচারকের আদেশে নরেনের বসিবার জন্য চেয়ার আনা হইল। নরেন ধন্যবাদ দিয়া তাহা ফিরাইয়া দিল। অন্যদিকে রাজেন বোস সাক্ষী, রামসিং দরোয়ান প্রভৃতি উপবিষ্ট)

নরেন। বিচারককে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কিন্তু আমি বন্দী, যেখানে হাজার হাজার লোকের দাঁড়িয়েই সাধারণ বন্দীর মত বিচার হয়েছে সেখানে এসে আমি চেয়ারে বসবার দাবী করতে পারিনা। যাই হ'ক, বিচারক আমাকে আমার বক্তব্য বলবার অনুমতি দিয়েছেন, অধিকার দিয়েছেন আমার নির্দোষিতা প্রমাণ করবার জন্য। আমি আমার কাজের কৈফিয়ৎ দেবো কিন্তু নির্দোষিতা প্রমাণ করার চেষ্টা করবো না। (নরেন ধীর ও স্থিরভাবে বলিতে লাগিল—)

বর্ত্তমান আইন-আদালত, বা সরকারী কর্মচারী কারও বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ নেই। কিন্তু সরকার শুধু আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই কি প্রতিষ্ঠিত, শাসন করার জন্যই কি শুধু তার অধিকার? রাষ্ট্র পরিচালনার মধ্যে শাসনের প্রশ্ন কেন আসবে, কেন শুধু পরিচালনার প্রশ্নই থাকবে না। দেশের লক্ষ লক্ষ লোক, অনাহারে অশিক্ষায় স্বাস্থহানি হয়ে অকালে মৃত্যুর দ্বারে হানা দিচ্ছে—এর ব্যবস্থা করা কি রাষ্ট্রের দায়িত্ব নয়? দেশের লোক দেশের লোককে শাসন করবে, ভাই ভাইয়ের মাথায় লাঠি চালাবে,—যে রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থার ফলে এর প্রয়োজন হয়, মানুষের সভ্যতা, মানুষের জ্ঞান, এটাই বজায় রাখার জন্যে কেন নিয়োজিত হবে? কেন আজও আমরা দেখতে পাচ্ছি বৃহৎ অট্টালিকার পাশে আশ্রয়হীন হয়ে লোকে পড়ে রয়েছে, কেন আজও আমরা দেখছি একদিকে হাজার হাজার মণ খাদ্যশস্য নষ্ট করা হচ্ছে আর অন্যদিকে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মরছে। কেন আজ কোটী কোটী কৃষক মজুর ও বেকারের দল অন্নবস্ত্রহীন হয়ে মহামারি ও

বিনা চিকিৎসায় মরছে। এর কি প্রতিকার হওয়া উচিত নয়? আমার আর বলবার কিছু নেই, আত্মপক্ষ সমর্থন করতেও আম চাই না।

(বিচারক প্রথম সাক্ষীকে ডাকিলেন। সে কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া হলফ করিয়া বলিল যে সত্য ব্যতীত মিথ্যা বলিবে না। তারপর জবানবন্দী সুরু হইল)

১ম সাক্ষী। হুজুর, ঐ নরেনবাবুই, আজ্ঞে, ডাকাত লাগিয়ে লাঠি চালিয়ে চাল লুঠ করে নিয়ে গেছে, আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আমায় মেরেওছে হুজুর, এই দেখুন [হাতের 'ব্যাণ্ডেজ দেখাইল, দূরে নরেন হাসিতে লাগিল। ইতিমধ্যে রাজেন সকলের অসাক্ষাতে দ্বিতীয় সাক্ষীর হাতে কয়েকখানা দশ টাকার নোট গুঁজিয়া দিল। তারপরই দ্বিতীয় সাক্ষীর তলব পড়িল]

জজ সাহেব। (২য় সাক্ষীকে) ওরা কতজন লুঠ করতে এসেছিল।

২য় সাক্ষী। [ইতস্ততঃ করিয়া] এজ্ঞে পঞ্চাশ কি একশ' জন হবে।

জজ সাহেব। হয় পঞ্চাশ, নয় একশ? তোমার আন্দাজ ত চমৎকার। আচ্ছা কিসে করে চালের বস্তা নিয়ে গেল? (পাশ হইতে রাজেনের উকিল অনুচ্চস্বরে বলিতে লাগিল 'লরী', 'লরী')।

২য় সাক্ষী। (হঠাৎ চমকাইয়া) এজ্ঞে,হুজুর লরী করে নিয়ে গেল। (দূরে নরেন ইহাও লক্ষ্য করিল এবং মৃদু হাসিতে লাগিল। তারপর বিচারক মন্তব্য করিলেন)

বিচারক। নরেনবাবু যা বললেন তার উপর আমার কিছু বলবার নেই। আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি এই মনে করে যে এই রকম একজন স্বনামধন্য প্রকৃত ত্যাগী পুরুষকে বিচার করার দায়িত্ব আমার উপর দেওয়া আছে। বিবেকের প্রেরণা ও মানুষের তৈরী আইন এই দুয়ের মধ্যে যেদিন একটা সমন্বয় হবে সেই দিনই আমরা সভ্যতার চরম উৎকর্ষ লাভ করবো। নরেনবাবুর আদর্শমত যেদিন রাষ্ট্র ও

সামাজিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন হবে সেদিন এই বিবেক ও কর্ত্তব্যের মধ্যেও সংঘাত থাকবে না। দুইই এক হয়ে যাবে। কিন্তু বর্ত্তমান পরিবেশের মধ্যে যা প্রমাণ পাওয়া গেছে তার উপর নির্ভর করে এবং বিশেষ করে নরেনবাবুর নিজের মুখের স্বীকৃতি শুনে তাঁকেই দোষী বলে সাব্যস্ত করতে বাধ্য হলাম এবং দুই বৎসর প্রথম শ্রেণীর কয়েদীরূপে কারাদণ্ডের আদেশ দিলাম। (সমস্ত আদালত গৃহের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া পিছন দিক হইতে প্রতিমা ও সুরেন ছুটিয়া আসিতে লাগিল। প্রতিমা চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—)

প্রতিমা। আদালতের বিচার ভুল, আদালতের বিচার ভুল, আমার হুকুমে চালের গুদাম খুলে দেওয়া হ'য়েছে, আমার ছেলের চালের আড়ৎ তার মায়ের হুকুমে খোলা হ'য়েছে!

(কিন্তু এদের চীৎকারে তখন আর কর্ণপাত করিবার মত কাহারও আগ্রহ নাই। নরেনকে লইয়া পুলিশ সুপারের সঙ্গে চারজন সার্জেণ্ট কারাগারের অভিমুখে যাইতে লাগিল। কারাগারের ফটক উন্মুক্ত হইল। নরেন প্রবেশ করিলে ফটক বন্ধ হইয়া গেল)

তৃতীয় দৃশ্য

(কলিকাতার নিকট রাজেনের কারখানা। কারখানার সামনে শ্রমিকরা এক হইয়া সভা করিতেছে। নরেনের জেল সংবাদে সকলে ভয়নক উত্তেজিত। তাহারা ধর্ম্মঘট করিয়াছে। কাজে কেহই যায় নাই। রাজেন মোটরে করিয়া একবার কারখানার মধ্যে একবার বাহিরে জনতার দিকে ছুটাছুটি করিতেছে। জনতা স্থির প্রতিজ্ঞ)

১ম শ্রমিক। (অন্য সকলকে উদ্দেশ্য করিয়া) নরেনবাবু জেলে যাওয়ার আগে বলে গিয়েছেন যে আমরা যেন আমাদের দাবী কোনরকম অসম্মানজনক সর্ত্তে মিটিয়ে না নিই. এ কথা তোমাদের মনে আছে?

সকলে। (এক সঙ্গে) নিশ্চয়ই।

১ম শ্রমিক। কোটীপতি রাজেন বোস আজ খালি কারখানায় ছোটাছুটি করছে দেখে তোমরা বুঝতে পারছো যে আমাদের সাহায্য না হলে ওরা আজ কত অসহায়, তবুও আমাদের ন্যায্য দাবী ওরা স্বীকার করবে না। রাজেন বোস এই দিকেই আসছে. পুলিশ সঙ্গে করে। সাবধান, প্রাণ দেবে তবু ইজ্জত দেবে না। তোমাদের ভয় দেখিয়ে কাজ আদায়ের চেষ্টা করবে, আবার বলছি, সাবধান, জান্ দেবে, তবু দাবী ছাড়বে না—

(সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী সমেত রাজেনের প্রবেশ)

রাজেন। (শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে) তোমরা কাজে যাওনি কেন?

২য় শ্রমিক। কাজ করেও খেতে পাই না, পড়তে পাইনা, এমন কাজ করে কি লাভ বলুন?

রাজেন। তোমরা কি চাও শুনি?

২য় শ্রমিক। নরেনবাবুর মুক্তি চাই।

রাজেন। সেত আমার হাত নয়, পুলিশের হাত। তোমাদের কি অভিযোগটা আগে শুনি।

১ম শ্রমিক। আমাদের মাগ্‌গি ভাতা দিতে হবে, বোনাস দিতে হবে, মাইনে বাড়াতে হবে, ভাল চাল ও ভাল কাপড়ের ব্যবস্থা করতে হবে, আমাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্যে একটা ইস্কুল করে দিতে হবে ও চিকিৎসার জন্যে একটা হাসপাতাল করে দিতে হবে। আর যে দুজনকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করেছ তাদের আবার চাকরিতে বহাল করতে হবে।

রাজেন। (বিদ্রূপের সঙ্গে) এ ত তোমাদের লেখাপড়া জানা কুলিদের সর্দ্দার নরেন রায়ের দাবী ছিল, সে ত এখন ডাকাতির দায়ে জেলে, তোমরা ঠিক কি হলে কাজে যেতে পারো?

১ম শ্রমিক। সর্দ্দার বলে আমাদের কেউ নেই, লেখাপড়া শিখে থাকলেও তিনি আমাদেরই একজন, কুলির সর্দ্দার হলেও সে তোমাদের মত মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে আমাদের উপর অবিচার ক'রে বন্ধুকে জেলে দেয়নি। নরেনবাবুকে যে অসম্মান করে কথা বলে তার সাথে কোন রকম আলোচনা চালাতে আমরা রাজি নই। তুমি যেতে পারো।

(১ম শ্রমিক প্রস্থান করিতে যাইতেছিল রাজেন আবার ডাকিল)

রাজেন। শোনো, তোমাদের নরেনবাবু আমারও বন্ধু। সে যাই হোক, তোমাদের অন্য সমস্ত দাবী আমি পরে বিবেচনা করবো, উপস্থিত তোমাদের মাগগি ভাতা ও বোনাস দিতে রাজি আছি, কাজে যাও।

১ম শ্রমিক। আচ্ছা একটু অপেক্ষা কর, আমি আমার লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করে জানাচ্ছি।

(১ম শ্রমিকটি ইতিমধ্যে অন্যান্য সহকর্ম্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া)

১ম শ্রমিক। আচ্ছা, উপস্থিত আমরা দু'মাসের চুক্তিতে কাজ করতে রাজি আছি, তার মধ্যে আমাদের এই সমস্ত দাবীগুলো মেটানো চাই, নচেৎ আবার ধর্ম্মঘট সুরু হবে। তখন তোমার কোম্পানী লাটে উঠবে। তোমাকে আমাদের নরেনবাবুর কথায় আবার শুনিয়ে দিতে চাই, রাজেনবাবু,—মানুষকে মানুষের মর্য্যাদা দিতে শেখো।

(অন্যান্য শ্রমিকদের দিকে লক্ষ্য করিয়া) ভাইসব, মালিকের ও পুলিশের ভয়ে আমরা কাজে যাইনি, এটা আমাদের সঙ্ঘশক্তির পরিচয়। আজ আমাদেরই যখন জয় হোল, আমার অনুরোধ কাজে চল। বল, "জয় শ্রমিক সঙ্ঘের জয়" (সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া) "জয় শ্রমিক সঙ্ঘের জয়"। কারখানায় ফটকের মধ্য দিয়া বিজয় গৌরবে শ্রমিকদের দলে দলে কারখানায় প্রবেশ। রাজেন বোস নিষ্পন্দভাবে তাহাদের দিকে তাকাইয়া স্বগতভাবে বলিয়া উঠিল—)

রাজেন। রাজেন বোস! এ কি শুধু পরাজয়, না মৃত্যু?

শেষ